পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

আহ্‌মদী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৪ই আষাঢ়, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১শে জুলাই, ১৯৭৮ ইং : ২৪শে সাবান ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩১শে জুলাই
১৯৭৮ ইং

৩১শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)	১
	ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	
০ হাদিস শরীফ : 'জিহাদ ও তহার গুরুত্ব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৭
০ অমৃতবাণী : "অপ্রতিদ্বন্দনীয় মর্যাদা"	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ)	৮
	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
০ ইউরোপ সফরে হযরত খলিফাতুল মসীহর কল্যাণময় কর্মব্যস্ততা	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	
০ খেলাফত দিবস (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	১৭
০ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা (৩০)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)	১৮
	অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	
০ কায়রো-বিতর্ক	মূল : হযরত মৌলানা আবুল আতা	২৩
	অনুবাদ : শাহ্‌ মোস্তাফিজুর রহমান	
০ তা'লিমী-পরীক্ষা	সেক্রেটারী তা'লিম বাঃ আঃ আঃ	২৭
০ লণ্ডন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স প্রসঙ্গে বৃটিশ প্রেস (৩য় কিস্তি)	অনুবাদ : অধ্যাপক আব্দুল লতিফ	২৮
০ রমজান মোবারাক সম্বন্ধে সার্কুলার	মোহতারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ	৩১
০ জামাত সমাচার	সংকলন : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৩৩

بسم الله الرحمن الرحيم　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের বর্ষ : ৬ম সংখ্যা

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৮৫ বাংলা : ৩০শে জুলাই, ৩০শে ওফা, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

HOME LIBRARY
339 PIRERBUG
MIRPUR
DHAKA—1210
ZILLUR RAHMAN KHAN

'তফসীরে কোরআন'—

সূরা কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৬) অতঃপর তৌহিদ সম্বন্ধে আঁ-হযরত (সাঃ) এর অনুরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা উহার নমুনা দৃষ্টান্তবিহীন পাই। অবশ্য দুনিয়ার সকল নবীর আগমনের উদ্দেশ্য এক ও অদ্বিতীয়—আল্লার উপর ঈমান কায়েম করা খৃষ্টধর্ম ব্যতিরকে সকল ধর্ম এ বিষয়ে একমত। একমাত্র খৃষ্টান ধর্ম বলে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ত্রিত্ববাদ কায়েম করার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইনিজীলে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে তাহার মধ্যে ত্রিত্ববাদের কোন সন্ধান পাওয় যায় না। বরং ভালভাবে ইঞ্জিল পড়িলে ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, তিনিও তৌহিদ কায়েম করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "তোমরা ইহা মনে করিও না যে আমি তৌরাত অথবা অপরাপর কেতাবগুলিকে বাতিল করিতে আসিয়াছি বরং আমি ইহাদেরকে পূর্ণ করিতে আসিয়াছি"। তিনি তৌরাতের শিক্ষার অনুগামি ছিলেন এবং তিনি উহার বিন্দু মাত্র পরিবর্তন সাধন করিতে আসেন নাই। তৌরাতের মধ্যে তৌহিদের শিক্ষাই আছে। উহাতে ত্রিত্ববাদের কোন কথা নাই। মোট কথা, প্রত্যেক নবী দুনিয়ায় তৌহিদ কায়েম করিবার জন্য আসিয়া থাকেন কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) যে রঙে তৌহিদকে কায়েম

করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে তৌহিদ সম্পর্কে যে মর্যাদাবোধের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে, উহার দৃষ্টান্ত আর কোন নবীর মধ্যে দেখা যায় না। হযরত ঈসা (আঃ) এরূপ আকারে তৌহিদ প্রচার করিয়াছেন যে, উহার মধ্যে শেরকের সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে. ইহার ফলে খৃষ্টানগণ কালের গতিতে মুশরেক হইয়া গিয়াছে। এবং তাহারা তৌহিদকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে মুসলমানগণের মধ্যেও কিছু শেরক সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে উহা জাহেলগণের শেরক। ইহা সাধারণ স্তরের লোকদের মধ্যেকার জাহেল হউক অথবা আলেম হওয়ার দাবীদার স্তরের মধ্যের হউক। কিন্তু খৃষ্টানগণের মধ্যে যে শেরক পাওয়া যায়, উহা তাহাদের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মধ্যেও পাওয়া যায়। পুনঃ তাহাদের ও মুসলমানদের মধ্যের শেরকের এক প্রভেদ আছে। মুসলমানদের মধ্যে শেরক সৃষ্টি হইলেও, তাহাদের এক স্তরের উলামা আছে. যাহারা শেরকের বিরুদ্ধাচরণ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হযরত সৈয়দ আবদুর কাদের জিলানী (রহঃ)-এর বিষয়ে দেখুন। তাঁহার পুস্তাকাবলী তৌহিদের কথায় ভরপুর। এক্ষণে যদি তাহার ভক্তগণ শেরক করিতে থাকে, তাহাতে কাহারও ধোকা লাগিবার কথা নহে। যদি কেহ নিজেকে জিলানী (রাহঃ) সাহেবের ভক্ত বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে তাহার সম্মুখে জিলানী (রাহঃ) সাহেবের পুস্তক খুলিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিব, 'তিনি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখিতেন। অতএব আপনার কর্তব্য তাহার অনুগমন করা। মোট কথা, মুসলমানদের ভ্রান্তি দূর করার সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু খৃষ্টানদের ব্যাপার অন্যরূপ। তাহাদিগের বড় হইতে বড় আলেম, এমন কি পোপকে লউন, তাহাদের সকলের মধ্যে শেরক বর্তমান। ইহা জাহেলগণের শেরক নহে, বরং এই শেরক শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের মধ্যেও পাওয়া যায়। মুসলমানগণের নিকট তাহাদের ভুল প্রকাশ করিয়া তুলিয়া ধরা সহজ, কিন্তু খৃষ্টানগণের নিকট তাহাদিগের ভুল প্রকাশ করিয়া তুলিয়া ধরা সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, তৌহিদ সম্পর্কে হযরত নবী করিম (সাঃ)-এর যে মর্যাদাবোধ ছিল উহার সন্ধান পাওয় যায়, একান্ত নাযুক হইতে নাযুকতর পরিস্থিতি সমূহে তিনি তৌহিদের যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন সেইগুলির মাধ্যমে। ওহোদের যুদ্ধে খোদাতায়ালা মুসলমানগণকে বিজয় দান করেন এবং কাফেরগণ পলায়নপর হইল। খালেদ বিন ওলীদ (রাঃ) এবং উমর বিন আস (রাঃ যাহারা ইসলামের মহা জেনারেল হিসাবে বিখ্যাত হইয়া আছেন, তখনও তাহারা ইসলাম গ্রহণ করেন নাই এবং ওহোদের যুদ্ধে কাফেরগণের হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) যুদ্ধারম্ভের পূর্বে সাহাবা (রাঃ)-এর এক দলকে একটি টিলার উপর খাড়া করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ আদেশ দেন যে তাঁহারা কোন অবস্থাতেই সেখান হইতে এক কদম

না নড়েন। যুদ্ধে জয় হউক বা পরাজয় এবং যুদ্ধে সকলে মারা যাউক বা বাঁচিয়া থাকুক তাঁহারা যেন ঘাঁটি না ছাড়েন। মুসলমানগণের মধ্যে জেহাদের বড়ই আগ্রহ ছিল। এবং এখনও তাহাদের মধ্যে এ জোশ আছে। যখন মুসলমানরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিল, টিলার উপর যাহারা পাহাড়া রত ছিলেন তাহারা তাঁহাদের অফিসারকে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে অল্পবিস্তর জেহাদে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিন। মুসলমানরা জিতিয়া গিয়াছে। এখন আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই" তিনি উত্তর দিলেন, "আঁ-হযরত (সাঃ) আদেশ দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে জয় হউক বা পরাজয় এবং সকলে মারা যাউক বা বাঁচিয়া থাকুক আমরা যেন এই ঘাঁটি ছাড়িয়া না যাই। সুতরাং আমাদিগকে এই খানেই থাকিতে হইবে" তাহারা বলিলেন, "হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল না যে, যুদ্ধে জয় হইয়া গেলেও এখান হইতে নড়া যাইবে না। তিনি সাবধানতার জন্য আমাদিগকে এরূপ আদেশ দিয়া খাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। দুশমন এখন ভাগিয়া গিয়াছে এবং ইসলাম জয়যুক্ত হইয়াছে। এখন এই স্থান ত্যাগ করায় কোন ক্ষতি নাই। এবং আমরা জেহাদেও কিছু পরিমাণ অংশ গ্রহণ করি।" অফিসার উত্তর দিলেন, "যখন হাকেম হুকুম দেন তখন অধীনস্থের কোন অধিকার নাই যে, সে নিজের আক্কেলকে দৌড়ায়। আঁ-হযরত (সাঃ) আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন, এখান হইতে তোমরা নড়িবে না। যুদ্ধ জয় হউক বা পরাজয়, আমরা বাঁচিয়া থাকি বা মরিয়া যাই কোন অবস্থাতেই তোমরা এই জায়গা ছাড়িয়া যাইবে না। সুতরাং তাঁহার আদেশ অনুযায়ী আমাদিগের এই স্থানেই থাকা কর্তব্য।" কিন্তু তাহারা তাঁহার কথা মানিল না। তাহারা তাহাদের ভুল ব্যাখ্যায় কায়েম থাকিয়া অফিসারকে জবাব দিল, "আপনি খাড়া থাকুন। আমরা চলিলাম।" তদনুযায়ী তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই চলিয়া গেল কেবল অফিসার এবং তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী বাকী রহিয়া গেলেন। যখন কাফেরগণ ভাগিতেছিল, খালেদ বিন ওয়ালিদ, যিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং ব্যুৎপন্নমতি ছিলেন, এবং তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই এবং তিনি কাফেরদের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন, তিনি লস্করসহ পলায়নপর অবস্থায় হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন যে, আলোচ্য টিলাটি অরক্ষিত। তাঁহার সঙ্গে ওমর ইবনুল আসও ছিলেন। খালেদ তাহাকে বলিলেন, "আমরা উত্তমা সুযোগ পাইয়াছি।" উমর ইবনুল আস সেদিকে তাকাইয়া দেখিলেন এবং উভয়ে নিজ নিজ সৈন্যদলের মুখ ফিরাইয়া সেই টিলার দিকে ধাবমান হইলেন। খালেদ এক দিক হইতে এবং উমর বিন আস আর এক দিক হইতে সেই টিলায় অবস্থিত কয়েকজন রক্ষীর উপর আক্রমণ চালাইয়া

তাহাদিগকে নিহত করিয়া অগ্রবর্তী হইয়া মুসলমান লস্করের পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিলেন। মুসলমানগণ পিছনে অবস্থিত টিলার দিক হইতে নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন এবং লাইন ভাঙিয়া ইতঃস্তত ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পরিত্যক্ত দুশমণগণের পিছনে ধাওয়া করিতেছিলেন। এইভাবে খালেদ ও ওমরের দ্বারা পিছন দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া মুসলমানগণ একা একা সৈন্যদলের সম্মুখে পড়িয়া কতক প্রাণ হারাইলেন এবং কতক জখমি হইয়া পড়িয়া গেলেন। বাকী সকলে ছত্রভংগ হইয়া এদিকে সেদিকে সরিয়া পড়িলেন। দুশমণগণ যখন আগাইতে আগাইতে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছিল, তখন তাঁহার সংগে মাত্র ১২ জন সাহাবা (রাঃ) ছিলেন। এদিকে খালেদ ও ওমর তাহাদের পলায়ন পর লস্করের অফিসারগণকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যেন তাহারা অবিলম্বে দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া মুসলমানগণকে আক্রমণ করে। তদনুযায়ী কাফেরগণের তিন হাজার লস্কর হুঙ্কার দিতে দিতে আসিয়া মুসলমানদিগকে সম্মুখ দিক হইতে আক্রমণ করিয়া দিল। মুসলমান লস্কর অগ্রে ও পশ্চাতে উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইল। এ সময়ে দুশমণ মুসমানগণের উপর প্রস্তর ও তীর নিক্ষেপ করিতেছিল এবং তরবারী চালাইতেছিল। ফলে মুসলমান লস্কর বিভ্রান্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই কঠিন সময়ে সাহাবা (রাঃ) নযীরবিহীন কুরবাণী করেন। কিন্তু তিন হাজার তাজা লস্করের আক্রমণকে তাহারা প্রতিহত করিতে পারিলেন না। এই আক্রমণে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দুইটি দাঁত শহীদ হইয়া যায় এবং তাঁহার শিরোস্থানের উপর পাথরের আঘাতে একটি পেরেক মস্তকে বিদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে তিনি বেহুঁশ হইয়া যমীনে পড়িয়া যান। তাঁহার সঙ্গে যে কয়জন সাহাবা (রাঃ) খাড়া ছিলেন, তাহাদের লাশ তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার সমগ্র দেহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মুসলমানগণের মধ্যে প্রচার হইয়া গেল যে আঁ-হযরত (সাঃ) শহীদ হইয়া গিয়াছেন। পূর্ব হইতেই মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন এই দুঃসংবাদে তাঁহারা ভগ্নোৎসাহ ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার হিকমতে যখন কাফেরগণের মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ রটিয়া গেল, তখন তাহারা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিল। তাহারা ইহাই সমীচীন মনে করিল যে এখন মক্কা ফিরিয়া যাওয়া কর্তব্য এবং মক্কাবাসীগণের নিকট এই শুভ-সংবাদ (নউযবিল্লাহ্) দেওয়া যে আঁ-হযরত (সাঃ) মারা গিয়াছেন।

যখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যু-সংবাদ মুসলমানগণের কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তাহারা দ্রুত ফিরিয়া আসিলেন এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর হইতে মৃত দেহ সমূহকে সরাইয়া ফেলিলেন। দেখা গেল আঁ-হযরত (সাঃ) বাঁচিয়া আছেন এবং তিনি

শ্বাস প্রশ্বাস লইতেছেন। সর্বপ্রথম তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ শিরোস্থানের পেরেক বাহির করা হইল। এই পেরেক বাহির হইতেছিল না। এক সাহাবী স্বীয় দাঁত দিয়া কামড়াইয়া পেরেকটি তুলিলেন। ফলে তাঁহার দুই দাঁত ভাঙিয়া গেল। অতঃপর আঁ-হযরত (সাঃ) এর মুখে পানি ছিটান হইল। তখন তাঁহার হুঁশ হইল। অধিকাংশ সাহাবা (রাঃ) ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিলেন। মাত্র কয়েকজন সাহাবা (রাঃ)-এর একটি দল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট রহিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "ঐ পাহাড়ের পিছনে আমাদের চলিয়া যাওয়া প্রয়োজন। তদনুযায়ী তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া পাহাড়ের পিছনে চলিয়া গেলেন। বাকী লস্করও একে একে সেখানে জমা হইতে লাগিল। কাফেরগণের লস্কর যখন ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন আবু সুফিয়ান উচ্চৈঃস্বরে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নাম লইয়া বলিল, 'আমরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি।" সাহাবা (রাঃ) তাহার কথার উত্তর দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "এখন উত্তর দিবার সময় নহে, আমাদের লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে কতক মারা গিয়াছে এবং কতক যখমী হইয়াছে। আমরা অল্প কয়েকজন মাত্র এখানে উপস্থিত আছি এবং আমরা ক্লান্ত ও শ্রান্ত। কাফেরগণের লস্কর সংখ্যায় তিন সহস্র এবং তাহারা সজ্জিত। এরূপ অবস্থায় জবাব দেওয়া উচিৎ নহে। তাহারা যদি বলে যে তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছে তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিতে দাও" সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী সাহাবা (রাঃ) নীরব রহিলেন। যখন আবু সুফিয়ান দেখিল যে, কেহ তাহার কথার জবাব দেয় না, তখন সে বলিল, "আমরা আবু বকর (রাঃ)-কেও মারিয়া ফেলিয়াছি" আঁ-হযরত এবারও সাহাবা (রাঃ-কে জবাব দিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, চুপ করিয়া থাক। সে যাহা চাহে বলিতে দাও।" তদনুযায়ী সাহাবা (রাঃ) এবারও নীরব রহিলেন। আবু সুফিয়ান এবারও কোন জবাব না পাইয়া বলিল, "আমরা উমর (রঃ-কেও মারিয়া ফেলিয়াছি।" হযরত উমর (রাঃ) উগ্র মেজাজের ছিলেন। তিনি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহাকেও নিষেধ করিলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি আবু সুফিয়ানকে উত্তর দিতে যাইতেছিলেন যে, "তোমরা বলিতেছ তোমরা উমর (রাঃ)-কে মারিয়া ফেলিয়াছ, কিন্তু উমর (রাঃ) তোমাদের মাথা ভাঙিবার জন্য এখনও মোজুদ আছে।" যাহা হউক, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আদেশানুযায়ী তিনিও নীরব রহিলেন। যখন আবু সুফিয়ান দেখিল যে জবাব দেওয়ার কেহ নাই, তখন সে উৎসাহিত হইয়া উচ্চরবে বলিল, اعل هبل اعل هبل অর্থাৎ হোবল দেবতা (যাহাকে আবু সুফীয়ান নিজে ভাল মনে করিত না) -এর মর্যাদা উচ্চ হউক, হোবলের মর্যাদা উচ্চ হউক। অর্থাৎ "আমাদের হোবল দেবতা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে মারিয়া ফেলিয়াছে।" যেহেতু আঁ-হযরত

(সাঃ) ইতিপূর্বে সাহাবা (রাঃ)-কে বার বার জবাব দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে জন্যই তাঁহারা এখনও নীরব রহিলেন। কিন্তু খোদার রসুল যিনি নিজ মৃত্যুর কথা শুনিয়া সাহাবা (রাঃ)-কে বলিয়াছিলেন, "চুপ থাক, জবাব দিও না", আবু বকর (রাঃ)-এর মৃত্যুর কথা শুনিয়া (রাঃ) বলিয়াছিলেন, "চুপ থাক জবাব দিও না", হযরত উমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "চুপ থাক, জবাব দিও না" এবং বার বার বলিতেছিলেন, "এখন জবাব দিবার সময় নহে, আমাদের লস্কর ছত্রভংগ এবং দুশমণের পুনঃরায় আক্রমণের আশংঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং নীরবতা অবলম্বন করিয়া তাহাদের কথা হজম করিয়া যাও।" কিন্তু সেই পবিত্র পুরুষের কর্ণে যখন এই শব্দ প্রবেশ করিল যে হোবলের মর্যাদা উচ্চ হউক, হোবলের মর্যাদা উচ্চ হউক, তখন তৌহিদের মর্যাদাবোধ তাঁহার অন্তরে জোশ মারিয়া উঠিল। এখন প্রশ্ন তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছিল না, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ছিল না, হযরত উমর (রাঃ)-এর ছিল না। এখন আল্লাহ্‌তায়ালার মর্যাদার প্রশ্ন ছিল। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা এখন জবাব দিতেছ না কেন?" সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, "আমরা কি জবাব দিব?" তিনি বলিলেন, "বলঃ اَللّٰهُ اَعْلٰی وَ اَجَلُّ اَللّٰهُ اَعْلٰی وَ اَجَلُّ ।

অর্থাৎ হোবল কি বস্তু? আল্লাহ্‌তায়ালার মর্যাদা সর্বোচ্চ। আল্লাহ্‌তায়ালার মর্যাদা সর্বোচ্চ।" এহেন বিপদে পতিত অবস্থায় তাঁহার ঈদৃশ দৃপ্ত সাহস তৌহিদের প্রতি তাঁহার অটল মর্যাদাবোধের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবা (রাঃ)-কে তিনবার জবাব দিতে নিষেধ করিলেন। এতদ্বারা বুঝা যায় যে তখনকার বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার সম্যক উপলব্ধি বোধ ছিল। ইসলামী লস্কর ছত্রভংগ হইয়া গিয়াছিল এবং অল্প কয়েকজন মাত্র তাঁহার সংগে ছিলেন। অধিকাংশ সাহাবা (রাঃ) যখমী হইয়াছিলেন এবং বাকী সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যদি দুশমণ জানিতে পারে যে ইসলামী লস্করের ছোট এক খণ্ড জমা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহারা আবার আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু এরূপ পরিপ্রেক্ষিতেও, যখন আল্লাহ্‌তায়ালার ইয্‌যতের প্রশ্ন উঠিল, তখন আর তিনি নীরব থাকিতে পারিলেন না। দুশমন মুসলমানগণের অবস্থা জানুক আর নাই জানুক এবং দুশমন মুসলমানগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া দিক না কেন, এখন আর নীরব থাকা যাইবে না। তদনুযায়ী তিনি অনুযোগ করিয়া সাহাবা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কেন নীরব রহিয়াছেন, তাঁহারা কেন জবাব দিতেছেন না, اَللّٰهُ اَعْلٰی وَ اَجَلُّ (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

৩১। জেহাদ ও তাহার গুরুত্ব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২১৯। হযরত খুব্বাব বিন আরাৎ (রাযিঃ) বলেন : "আমরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ইরশাদ অনুযায়ী হিজরত করিলাম। উহাতে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু আল্লাহ্ তায়ালার 'রেযা'—তাঁহার সন্তুষ্টি। সুতরাং আমাদের সাওয়াব (পুণ্যফল) আল্লাহ্তায়ালার জিম্মায় আছে। (অর্থাৎ, তিনিই আমাদিগকে ইহার সাওয়াব দিবেন)। আমাদের কেহ কেহ তাঁহাদের ফল ইহলোকে না পাইয়াই ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহাদেরই একজন মুস্‌আব বিন্ উমায়ের রযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। ওহোদ যুদ্ধে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র চাদর ছিল। আমরা ঐ চাদর দিয়া যখন তাঁহার মাথা ঢাকিতাম, তখন তাঁহার পা অনাবৃত থাকিত। যখন পা ঢাকিতাম, তখন মাথা নগ্ন হইত। ইহাতে হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন : 'চাদর দিয়া মাথা ঢাকো এবং পায়ের উপর কিছু খাস দাও।' কাহারো কাহারো ত ছিল এই অবস্থা। কিন্তু আমাদের কাহারো কাহারো পরিশ্রম বা পুণ্যের ফল পুরাপুরি পাকিয়াছে। তাঁহারা তাহা চয়ন করিতেছেন। (অর্থাৎ, তাঁহারা ইহলোকেই তাঁহাদের কুরবাণীর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন) ['বুখারী ; কেতাবুর্‌রেকাক, বাবু ফাযলেল ফেক্‌রে ; ২ : ৯৫৫ পৃঃ]

২২০। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর বিন্ আস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন : "যে ব্যক্তি তাহার ধন-সম্পদ রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ।" ['বুখারী ; কেতাবুল্ মাগালিম, বাবু মান্ কুতেলা দূনা মালেহী ; ১ : ৩৩৭ পৃঃ]

২২১। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ, জালিম বাদশাহের সম্মুখে সত্য ও সুবিচারের বক্তব্য রাখা।" ['তিরমিযি ; কেতাবুল ফেতান, বাবু আফযালিল জিহাদ ; ২ : ৪০ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

দোওয়া কবুল, নিদর্শন প্রদর্শন ও কুরআনী তত্ত্বজ্ঞান ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বীয় মর্যাদা

"খোদাতায়ালা এই যুগেও ইসলামের সপক্ষে বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেন। এই ব্যাপারে আমি নিজে অভিজ্ঞতা রাখি, এবং প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, আমার মোকাবিলায় যদি সমগ্র পৃথিবীর জাতিবর্গও একত্রিত হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভাবে এই ব্যাপারে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় যে, কাহাকে খোদাতায়ালা গয়েবের (অজ্ঞেয় বিষয়ের) সংবাদ দান করেন, কাহার দোওয়াসমূহ কবুল করেন ও কাহাকে সাহায্য করেন এবং কাহার সপক্ষে বড় বড় নিদর্শন প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি খোদাতায়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমিই জয়যুক্ত ও প্রবল সাব্যস্ত হইব। এমন কেহ আছে কি যে এই পরীক্ষাতে আমার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়? সহস্র সহস্র নিদর্শন খোদাতায়ালা শুধু এইজন্য আমাকে দান করিয়াছেন, যাহাতে বিরুদ্ধবাদীরা জানিতে পারেন যে, দ্বীনে-ইসলাম সত্য। আমি নিজের ইয্যত চাই না, বরং তাহারই ইয্যত চাই, যাহার উদ্দেশ্যে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে।"

(হাকীকাতুল ওহী, পৃঃ ১৭৬)

"আমি পূর্ণ দাবীর সহিত বলিতেছি যে, খোদাতায়ালা যতটুকু আমার হিম্মত (আত্মিক বল ও সাধনা), আত্মাকর্ষণ এবং দোওয়ার ফলশ্রুতিতে মানুষের উপর কল্যাণ ও বরকত প্রকাশ করিয়াছেন, অন্যান্যদের মধ্যে কখনও উহার নযীর পাওয়া যাইবে না। এবং অদূর ভবিষ্যতেও খোদাতায়ালা সেই সকল কল্যাণের আরও বহু প্রকাশ ঘটাইবেন, এমন কি সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া দুশমনও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। আমি বারংবার এই কথা বলিতেছি যে, দুই প্রকারের কল্যাণ যাহা ঈসবী ও মোহাম্মদী কল্যাণরাজী নামে অভিহিত, আমাকে দান করা হইয়াছে। আমি খোদাতায়ালার তরফ হইতে বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়া ইহা জানি যে, দুনিয়ার সংকট ও বিপদাবলী নিরসনে যেরূপ আমার দোওয়াসমূহ কবুল হইতে পারে, তদ্রূপ অন্যান্যদের কখনও হইতে পারে না, এবং যে সকল দ্বীনি ও কোরআনী জ্ঞানতত্ত্ব, এবং সূক্ষ্ম ও অকাট্য তথ্যাবলী পূর্ণ বিশ্লিষ্টতা, নিপুণতা ও প্রাঞ্জলতার সহিত আমি লিখিতে

সক্ষম, তাহাতে অন্য কেহই সক্ষম নয়। যদি এক দুনিয়া একত্রিত হইয়া আমাকে ইহ পরীক্ষা করিবার জন্য আসে, তাহা হইলে আমাকেই জয়যুক্ত ও প্রবল পাইবে। এবং যদি সমগ্র মানুষ আমার মোকাবেলায় খাড়া হয়, তবুও খোদাতায়ালার ফজলে আমারই পাল্লা ভারী থাকিবে। দেখ, আমি পরিষ্কার এবং খোলাখুলী-ভাবে বলিতেছি যে, হে মুসলমানগণ! এখন তোমাদের মধ্যে সেই সকল লোকও মওজুদ আছেন, যাহারা তফসীর ও হাদীসবিদ বলিয়া আখ্যায়িত হন, যাহারা কুরআন করীমের অন্তর্নিহিত তত্ত্বাবলী জানার এবং (আরবী ভাষার) বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার অধিকারী বলিয়া দাবীদার। তেমনি সেই সকল লোকও মওজুদ আছেন, যাহারা পীর ও ফকীর বলিয়া পরিচিত এবং চিশতী, কাদরী, নক্‌শবন্দী ও সোহ্‌রা-ওরদী ইত্যাদি নামে নিজদিগকে আখ্যায়িত করেন উঠ এবং তাহাদিগকে এক্ষণ আমার মোকাবিলায় আন। সুতরাং আমি সেই ব্যক্তি, যাহার মধ্যে ঐ দুইটি শাখা বা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ঈসবী শান ও মোহাম্মদী শানের সমাবেশ ঘটিয়াছে এবং উক্ত দুইটি বরুয বা আত্মিক প্রতিবিম্বের অধিকারী। আমি যদি সেই ব্যক্তি না হইয়া থাকি এবং এই দাবীতে যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, তাহা হইলে উল্লেখিত মোকাবিলায় আমি পরাজিত সাবস্ত হইব অন্যথায় আমিই জয়যুক্ত হইব। আমাকে খোদাতায়ালার ফজলে সামর্থ্য দেওয়া হইয়াছে যাহাতে আমি শানে-ঈসবী-এর পদ্ধতিতে পার্থিব কল্যাণরাজী সম্পর্কিত নিদর্শন প্রদর্শন করি কিংবা শানে মোহাম্মদী-এর পদ্ধতিতে কুরআনী শরীয়তের অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ, সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্নিহিত রহস্যাবলী বর্ণনা করি এবং আরবী ভাষায় বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করি। এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, এখন খোদাতায়ালার ইচ্ছায় এবং একমাত্র তাঁহারই এরাদায় ভূপৃষ্ঠে আমি ব্যতীত উক্ত দুই গুণের মর্যাদাবাহক আর কেহ নাই। পূর্ব হইতে লিপিবদ্ধ ছিল যে, উক্ত দুই গুণের বুরুয বা আধার হিসাবে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিবে, যিনি আখেরী জামানায় পয়দা হইবেন, যাঁহার স্বত্তার অর্ধাংশ ঈসবী শানে এবং অপর অর্ধাংশ মোহাম্মদী শানে উদ্ভাসিত হইবে। সুতরাং সেই ব্যক্তি আমিই। যাহার ইচ্ছা হয়, সে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, যাচাই করিতে পারে। মুবারক ও ধন্য সেই ব্যক্তি, যে এখন সংকীর্ণতার বশবর্তী না হয়, এবং অত্যন্ত দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে এই আলোক পাইয়াও আঁধারকে শ্রেয় জ্ঞান করে।" ("আইয়ামুস সুলাহ" পৃঃ ১৬৫, ১৬৬)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

"সকল কল্যাণ ও বরকত (আমি) মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতেই (প্রাপ্ত হইয়াছি)। সুতরাং কল্যাণপূর্ণ তিনি, যিনি শিক্ষাদান করিয়াছেন এবং কল্যাণময় সেই ব্যক্তিও, যিনি শিক্ষা গ্রহণ করিলেন।" —এলহাম, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

ইউরোপ সফরকালে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর কল্যাণময় কর্মব্যস্ততা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ :

১৩ই মে (শনিবার) – হুজুর একটা পর্যন্ত লণ্ডন কনফারেন্সের জন্য তাঁহার বক্তৃতার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকেন। ২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত আহবাবে-জামাতকে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত ভাবে সাক্ষাৎ দান করেন এবং তাঁহাদিগকে অতি মূল্যবান নসিহত ও এরশাদে ভূষিত করেন।

স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যাঁহাদের মধ্যে মেয়র ফিল্ডন, ড্রাই আইসন হায়েমের বন্ধুগণও ছিলেন। হুজুর তাঁহাদের সহিত করমর্দন করেন। তারপর ভাষণ দান করেন। ফ্রাঙ্কফোর্টের বাহিরের ৫৩টি স্থান হইতে আগত প্রায় আড়াই শত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণ দান করেন, এবং তাহাদের সহিত করমর্দন (মুসাফাহা) করেন। মহিলাগণও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হুজুরের যিয়ারত (দর্শন) লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন হযরত সৈয়দা বেগম সাহেবা (মুদ্দাযিল্লাহা) তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দীর্ঘ সময় তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করেন।

এই উপলক্ষে হুজুর আকদাস (আইঃ) একটির পর আর একটি যে সকল ভাষণ দান করেন নিম্নে উহাদের কিয়দাংশ দেওয়া গেল :

জাতীয় উন্নতির রহস্য অক্লান্ত পরিশ্রমে নিহিত :

হুজুর বলেন, জার্মান জাতি একটি অত্যন্ত পরিশ্রমী জাতি। তাহারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অতি স্বল্পকালের মধ্যে সারা দেশে শিল্প ও কল-কারখানার জাল বিছাইয়া দিয়াছে এবং দেশের অর্থনিতিকে উন্নতির শিখরে উপনীত করিয়াছে। প্রত্যেক প্রকারের ছোট-বড় কাজের প্রতি তাহাদের অনুরাগ ও স্পৃহা প্রশংসাযোগ্য। বন্ধুদের তাহাদের নিকট হইতে সবক গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতির নিয়মও ইহাই যে, যদি মেহনত করিবে, তবেই ফল পাইবে। হুজুর বলেন, কুরআন করিম একদিকে ঘোষণা করিয়াছে—যাহা এক মহান ঘোষণা :

وسخر لكم ما فى السموات و ما فى الارض جميعا منه - ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون ٥

অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তু মানুষের সেবায় ও কল্যাণে নিয়োজিত করা হইয়াছে। কিন্তু অন্য দিকে কুরআন করীম ইহাও ঘোষণা করিয়াছে : ليس للانسان الا ما سعى

অর্থাৎ, মানুষ তাহার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের অনুপাতেই বস্তু-জগৎ হইতে সেবা ও কল্যাণ গ্রহণ করিতে পারিবে। যদি প্রচেষ্টা না কর, তাহা হইলে সেবা লইতে সক্ষম হইবে না।

খোদাতায়ালার নেয়ামত সমূহের সৎব্যবহার :

হুজুর বলেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, কতক লোক খোদাতায়ালার দেওয়া নেয়ামত সমূহকে আযাব ও অশান্তিতে পরিণত করিয়াছে, এবং সঠিক পথ বর্জন করিয়া ভুল পথে পরিচালিত হইয়াছে যেমন, পারমাবিক শক্তি আছে। ইহাতে মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার নিহিত আছে। কিন্তু তাহারা ইহাকে মানুষের কল্যাণার্থে ততটুকু ব্যবহার বা প্রয়োগ করে নাই, যতটুকু দুনিয়ার বিনাস সাধনের উদ্দেশ্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই জন্য আমি বলি যে, যদিও পাশ্চাত্য জাতি সমূহ বিরাট পার্থিব উন্নতিলাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ইহা পক্ষাঘাতগ্রস্থ ও বিকল উন্নতি। জগতে এই সকল জাতি যতটুকু মঙ্গলের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছে, তদপেক্ষা বেশী খারাপির সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিশ্বকে এক ভয়াবহ ধ্বংসের কিনারায় আনিয়া খাড়া করিয়াছে। সুতরাং এই সকল লোকের প্রভাব গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রভাব তো সেই সকল লোকেরই গ্রহণ করা উচিত যাহাদের সর্বোত : উদ্দেশ্য মানবজাতির কল্যাণ সাধনই হইয়া থাকে। হুজুর বলেন, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের দাবী যে তাহারা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে, এবং বিভিন্ন ধরণের ধ্বংসাত্মক বোমা তৈরী করিয়াছে। ইহা তো এমন কোনই কীর্তি নয়, যাহার উপর মানবতা গর্ব বোধ করিতে পারে। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে জাপানকে এ্যাটেম বোমার শিকারে পরিণত করা হইয়া ছিল। অথচ ইউরোপ তাহাদের নিকটেই ছিল। কিন্তু যেহেতু তাহাদের ভয় ছিল যে, যদি ইউরোপের উপর এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য উহার প্রতিক্রিয়া কঠিনতর হইবে, সেই হেতু ধ্বংসের জন্য জাপানকে বাছিয়া লওয়া হয়। আশ্চার্যের বিষয়, এই মানসিকতা এখনও কোন না আকারে কার্যকরী রহিয়াছে। সুতরাং যখনই কোন ঔষধ বা অস্ত্রপ্রচারে অভিজ্ঞতা করার প্রয়োজন হয়, তখন কোন এশিয়াবাসীরই সন্ধান করা হয়।

খোদাই সেফাত এবং উহাদের বিভিন্ন দিক :

হুজুর বলেন, গিয়ানী ওয়াহেদ হুসেন মরহুম, মুরুব্বী সেলসেলার পুত্র মুকাররক মহিউদ্দিন সাহেবের কথা উল্লেখ পূর্বক তাঁহার খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার প্রশংসা করেন। হুজুর বলেন, তিনি জার্মান সরকারের পক্ষ হইতে রিসার্চ স্কলারশিপে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি যখন "প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের উপর এ্যাটমের প্রতিক্রিয়া ভিন্নতর হয়" —এই বিষয়ে

তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিতে চাহিলেন, তখন তাঁহার প্রফেসার বলিলেন যে, তোমার হইয়াছে কি? আমাদের তো এ বিষয়ের প্রতি কখনও ধারণাও যায় নাই। তুমি ইহার গবেষণা কি ভাবে করিবে?' সুতরাং তিনি তাঁহার প্রফেসারকে অতি কষ্টে স্বীকার করাইলেন এবং প্রবন্ধ লিখিবার অনুমতি লাভ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ বিষয়ে রিসার্চ করার প্রতি তাঁহার মনোযোগ এইভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল যে, তিনি বোধ হয় আমার কোন মজলিসে শুনিয়াছিলেন যে আল্লাহতায়ালার প্রত্যেক সিফত বা গুণ অন্য সিফত হইতে ভিন্নতর এবং অভিনব শানে প্রকাশিত হয়। সুতরাং উহার দ্বারা তিনি এই ফল নির্ণয় করিলেন যে, যে খোদাই-সিফতের জ্যোতির্বিকাশে গম সৃষ্টি হয় তাহা অনিবার্য রূপে সেই সিফত হইতে ভিন্নতর, যদ্দ্বারা মকাই সৃষ্টি হয়। এমনিধারায় অন্যান্যগুলিও। এই প্রকারে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের উপর বিভিন্ন আনবিক প্রভাব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁহার গবেষণা কৃতকার্যতা লাভ করে। ইহা কুরআন করীমের সত্যতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ

হুজুর আহবাবে-জামাতকে নসিহত করেন যে, তাঁহারা যেন আল্লাহতায়ালার সিফাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিবার অভ্যাস করেন এবং খোদায়ী সিফাতের মাযহার বা বিকাশ-স্থল হইবার চেষ্টা করেন এবং কোন সময়ই ইয়াদে-ইলাহী হইতে গাফিল না থাকেন।

বিশ্ব জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের স্থিতি আল্লাহতায়ালার ওহীর উপর নির্ভরশীল :

হুজুর (আইঃ) কুরআন করীমের শিক্ষার আলোকে বিশদরূপে বর্ণনা করেন যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর জীবন ও স্থিতিশীলতা খোদাতায়ালার কালাম বা বাক্যের উপর নির্ভরশীল। বৃক্ষের কোন পাতা ঝড়ে না যতক্ষণ না উহাকে খোদাতায়ালার আদেশ দেওয়া হয়, এবং কোন নতুন পাতা সৃষ্টিও হইতে পারে না, যতক্ষণ না উহাকে খোদাতায়ালা আদেশ করেন। খোদাতায়ালা বলেন, তিনি বায়ুমণ্ডলিকে আদেশ করেন যে, সমুদ্র হইতে পানি (বাষ্প) বহন কর। যখন উহা পানি (বাষ্প) বহন করিয়া লয় তখন তিনি বলেন, এখন তুমি চলা আরম্ভ কর। তারপর তিনি সেই গুলিকে আদেশ দেন যে, অমুক দিকে প্রবাহিত হও এবং অমুক অঞ্চল অতিক্রম করিয়া যাও। অতঃপর তিনি আদেশ দেন যে, অমুক জমিতে বা এলাকায় বর্ষিত হইবে এবং উহা অতিক্রম করিবে না। সুতরাং বায়ু যে পানি বহন করিয়া বেড়াইতেছিল উহা রহমত-বারি রূপে বর্ষিত হইতে থাকে, যদ্দ্বারা মাটি সজীব এবং ক্ষেত-খামার সবুজ ও শ্যামল হইয়া উঠে এবং খুব শষ্য উৎপন্ন হয়। শুধু বায়ুই নয়, যাহা খোদাতায়ালার আদেশ স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া বেড়ায়,

বরং এই বিশ্ব-জগতের প্রত্যেকটি জিনিস খোদাতায়ালার কালাম বা বাক্য শুনে এবং খোদায়ী সিফাতের জ্যোতির্বিকাশ ঘটে এমতাবস্থায় মানবাত্মা, যাহাকে খোদাতায়ালা চিরস্থায়ী অবিনশ্বর জীবন দান করিবেন, তাহার জন্য কি খোদাতায়ালার কালাম ও এলহামের প্রয়োজন ও আবশ্যকতা নাই? নিশ্চয়ই আছে। বরং শ্রেয়তররূপে উহার প্রয়োজন রহিয়াছে। মানুষের উহাই প্রকৃত, মকবুল ও বরণীয় জীবন, যাহা আসমানী আলোকে আলোকিত হয়।

হুজুর বলেন, খোদাতায়ালা মানুষকে পৃষ্ঠপোষকতাহীনরূপে ছাড়েন নাই। যদি কেহ গর্বের সহিত মাথা উঁচু করিতে পারে, তবে খোদাতায়ালার সেই মুখলেস (নষ্ঠাবানি) বান্দাই তাহা পারে, যে খোদাতায়ালার দিকে ঝোঁকে এবং তাঁহার প্রীতি লাভ করে। খোদাতায়ালার তরফ হইতে তাহাকে সত্য স্বপ্নসমূহ দেখান হয় এবং ভবিষ্যত সম্পর্কিত সংবাদসমূহ জানান হয়, যাহা তাহার ঈমানে সজীবতা ও দৃঢ় বিশ্বাস বাড়াইতে থাকে। এবং ইহাই মানব জীবনের চরম ও চূড়ান্ত লক্ষ্য।

হুজুর বলেন, বন্ধুদের উচিত, তাঁহারা যেন 'হাই ও কাইয়ুম (চিরঞ্জীব ও জীবন দানকারী এবং সংরক্ষণকারী) খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং কোরআনে-আজীমকে তাঁহাদের জীবনের কর্ম-বিধান হিসাবে গ্রহণ করেন, যাহাতে তাঁহাদিগকে সেই 'ফোরকান'—সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী মর্যাদা দান করা হয়, যাহা এলাহী জামাতসমূহের বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষর হইয়া থাকে।

হ্যাগে (হল্যাণ্ড) হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

হ্যাগে অবস্থিত আমাদের মসজিদ হল্যাণ্ডের এক মাত্র খোদার গৃহ যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত খোদায়ে-ওয়াহেদ-লা-শরীকের এবাদত করা হয়। ২৮শে মে ফ্রাঙ্কফোর্ট হইতে হযরত খলিফাতুল মসীহ (আইঃ) সেখানে পৌঁছিলে মিশন হাউসের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে জামাত ওয়ারী রূপে দণ্ডায়মান বন্ধুগণ হুজুরকে 'আহলান ওয়া সাহলান ওয়া মারহাবা' বলিয়া সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। হুজুর সকলের সহিত মুসাফাহা (করমর্দন) করেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অমুসলমানও ছিলেন। একজন বয়বৃদ্ধ অমুসলিম ডাঃ মিঃ বরখমানও তাঁহার বেগম সহ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা হুজুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করেন। অতঃপর হুজুর সকলের সহিত মিশন হাউসের লনে শামিয়ানার নীচে বসিয়া আলাপ-আলোচনা করেন। মিশন হাউসের লেকচাররুমে পঞ্চাশ জনেরও অধিক মহিলা ও শিশুরা হুজুরের আগমনের খুশীতে সমবেত হইয়াছেন।

ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ অবশ্যই পূর্ণ হইবে :

এই উপলক্ষে আলাপ-আলোচনা কালে হুজুর (আইঃ) বলেন : ধর্মীয়ভাবে এখন দুইটি বৃহৎ শক্তির সহিত ইসলামের মোকাবেলা চলিতেছে। এক, কমিউনিজম ও নাস্তিকতা ; দ্বিতীয়, খ্রীষ্টধর্ম। এই দুইটি এত বড় শক্তি এবং এত সম্পদ ও উপকরণের ইহারা অধিকারী যে, দৃশ্যতঃ ইসলামের বিজয় লাভ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু খোদাতায়ালা হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-কে সুবসংবাদ দিয়াছেন যে. পরিশেষে ইহারাই পরাজয় বরণ করিবে এবং ইসলাম বিজয় লাভ করিবে।

এই প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করেন, যাহা কল্পনাতীতরূপে পূর্ণ হইয়াছে। একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল রাশিয়ার জারের (Tsar)-এর ধ্বংস সম্পর্কে উহা সেই সময় করা হইয়াছিল যখন বিপ্লব লেনিন ও তাহার সঙ্গী-সাথীদের কল্পনায়ও উদিত হয় নাই। সুতরাং পরবর্তী কালে বলশেভিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার জারের করুণ পরিণতি ও ভয়াবহ বিনাস সাধন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। তেমনিভাবে একটি পূর্বীয় শক্তি এবং কোরিয়ার নাজুক অবস্থা সম্পর্কে সেই সময়ে ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছিল, যখন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সারা দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিল এবং তাহারা ইহা কল্পনাও করিতে পারিত না যে, পূর্ব দিগন্তেও কোন আন্তর্জাতিক পরাক্রমশালী শক্তির উদয় হইতে পারে, যাহাতে কোরিয়াও প্রভাবগ্রস্ত হয়। কিন্তু ঘটনাবলী ইহাকেও সত্য প্রমাণিত করিয়া দেখাইয়াছে সুতরাং প্রথম দফায় যে পূর্বীয় দেশ এক মহা শক্তিশালী দেশের রূপ পরিগ্রহ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে. তাহা ছিল জাপান। উহা রাশিয়াকে পরাজিত করে, যাহার ফলে কোরিয়ার অবস্থা নাজুক হইয়া পড়ে। তারপর দ্বিতীয় দফায় যখন চীন একটি বিশ্ব শক্তির রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখনও কোরিয়ার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হইয়া যায়। সুতরাং ইহা এক খোলাখোলি নিদর্শন। ১৯০৪ইং সনে যখন এই ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছিল. তখন এই সকল কথা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। সেই সময় কেহ চিন্তাও করিতে পারিত না যে, জাপান এবং তারপর চীন মহান শক্তি হিসাবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিবে কিন্তু সময় আসিলে খোদাতায়ালার সকল কথা পূর্ণ হয়। তেমনিভাবে অন্যান্য সকল ভবিষ্যদ্বানীও সময় মত পূর্ণ হইবে এবং ইসলাম বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক প্রাধান্য অবশ্য অবশ্যই লাভ করিবে। "বিল্লাহেত তৌফীক"।

খ্রীষ্টানগণের মোকাবিলায় আহমদীয়তের জেহাদ :

এশার নামাযের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) মিশন হাউসের লেকচাররুমে আগমন পূর্বক প্রায় এক ঘন্টা কাল বন্ধুগণের মধ্যে অতিবাহিত করেন। তাঁহার আলোচনার বিষয়-বস্তু ছিল খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে সেই জবরদস্ত জেহাদ যাহা আহমদীয়তের মাধ্যমে ইসলামকে সারা দুনিয়ায় জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে আজ হইতে ৮৬/৮৭ বৎসর পূর্বে শুরু করা হইয়াছিল এবং যাহা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া উহার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া এখন এক এমন পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে যেখানে খোদাতায়ালার ফজলে এই মোকাবেলার এক নতুন দিক ও গতিধারা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা আহমদীয়াতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিবে। খোদা করুন, তাহাই যেন হয়।

লণ্ডনের পাদরীগণের পক্ষ হইতে জারীকৃত এক প্রেস রিলিজের কথা উল্লেখ পূর্বক হুজুর বলেন যে, তাহাদের এ কথা বলা যে, তাহারা জামাত আহমদীয়ার সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য সব সময় প্রস্তুত, ইহা পরাজয় স্বীকৃতিরই নামান্তর। হুজুর বলেন, বর্তমান সভ্যতার একটি বিশেষত্ব ইহাও যে, এই সকল লোক ঝটপট compromise এর জন্য প্রস্তুত হইয়া যান—অর্থাৎ, 'কিছু দেন, আর কিছু নেন'—নীতির ভিত্তিতে আপোষ রফার ধ্বনি তুলিয়া দেন। হুজুর বলেন, আমরা তো হক ও সত্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। নির্মল সত্য 'কিছু দেন, আর কিছু নেন'-এর ভিত্তিতে নির্মিত হয় না। উহা তো যেখানে লইবার হয় সম্পূর্ণভাবেই লয়, এবং যেখানে দেওয়ার হয়, সেখানে সম্পূর্ণভাবেই দেয়।

হুজুর বলেন, বন্ধুগণ দোওয়া করুন, যেন আল্লাহতায়ালা এই কনফারেন্সকে সকল দিক দিয়া কল্যাণ ও বরকতের কারণ করেন। সকল প্রকারের ফেৎনা ও ফসাদ হইতে আমাদিগকে নিরাপদ রাখেন। 'কাসরে সলীব"—ক্রুশভঙ্গের এই অভিযানটিও যেন সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয় এবং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই কনফারেন্স একটি দিকনির্দেশক স্বরূপ সাব্যস্ত হয়। (আমিন)

চৌদ্দজনের বয়াত গ্রহণ :

ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে, হুজুরের এই সফর কালে হল্যাণ্ড মসজিদের ইমাম, মুকাররম আল্লাহবখ্শ সাহেব হুজুর আকদাসের খেদমতে দুইজন ডাচ পুরুষ ও দুইজন ডাচ মহিলা ছাড়া দশজন 'গয়র মুবায়ে' (লাহোর গ্রুপ)-এর বয়াত মঞ্জুরীর জন্য পেশ করেন। হুজুর

তাহাদের বয়াত মঞ্জুর করেন এবং তাহাদের এস্তেকামাতের (দৃঢ় থাকার) জন্য দোওয়া করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন দক্ষিণ অমেরিকার জনাব মোহাম্মদ বদলু সাহেব স্বপরিবারে রহিয়াছেন। তিনি হুজুরের নির্দেশ পালনপূর্বক প্রতিকুল অবস্থা সত্বেও লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স যোগদান করেন।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অশান্তি এবং উহার চিকিৎসা :

এশার নামাযের পর লেকচার-রুমে সুদীর্ঘ সময় তাঁহার আলোচনাকালে হুজুর খ্রীষ্টান দেশগুলির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন : তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা, থাকা-পরা এবং চাল-চলনে নিত্য পরিবর্তন ও ব্যতিক্রম অব্যহত রহিয়াছে। এতদ্বারা ইহারই সন্ধান পাওয়া যায় যে, এই সকল লোক ধর্মীয় এবং সমাজগত দিক দিয়া শান্ত ও পরিতৃপ্ত নহে। ইপ্সিত প্রশান্তি ও স্বস্তি ইসলামই তাহাদিগকে দিতে পারে। ইসলামের বাহিরে ধ্বংস আর বিনাস। সেই জন্য এই জাতিগুলি যত শীঘ্র ইসলাম গ্রহণ করিতে পারিবে ততই তাহাদের জন্য মঙ্গল। আর যত দেরী করিবে, ততই ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখীন হইতে থাকিবে। আমাদের দোওয়া এই যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে হেদায়েত দিন এবং তাহারা ইসলামের অমৃতসুধা পানে নবজীবন লাভ করুক। (আমিন)।

ঈমানের প্রকৃত তত্ব :

হুজুর বলেন, ঈমানের যে বিষয়, তৎসম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে, কাহারো শুধু একথা বলা যে, সে প্রকৃল তৌহিদকে স্বীকার করে এবং হযরত নবী আকরাম (সা:)-এর রেসালতে বিশ্বাস করে—তাহাই যথেষ্ট নয়। প্রকৃত ঈমানের জন্য ইহা জরুরী যে, মানুষ যেন অন্তর দিয়া সমর্থন করে, মুখে স্বীকার ও অঙ্গীকার করে এবং আমল ও কর্মের দ্বারা ঈমানের দৃঢ়তা ও সত্যতার পরিচয় দান করে। হুজুর বলেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের প্রতি লক্ষ্য করুন. তাঁহাদের ঈমান কত উন্নত স্তরের এবং সুদৃঢ় ছিল : দুনিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যেক প্রকারের যাতনা দিয়াছে। উৎপীড়ন করিতে কোনও ফাঁক রাখে নাই। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেক পরীক্ষা ও সংকটে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা খোদার পথে জান কুরবানক রিয়াছেন কিন্তু নিজেজেদের ঈমানের উপর কোনও আঁচড় আসিতে দেন নাই। হুজুর বলেন, আমি আমার যুবকদিগকে বলিতেছি যে, খোদাতায়ালা এখনও প্রেম করিতে প্রস্তুত কিন্তু শর্ত এই যে, তাহারা যেন তাঁহার প্রীতি লাভ করার জন্য নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্ত্তিতে পরিণত হন।

পরিশেষে হযরত সহেব বন্ধুগণকে বলেন যে, যেহেতু অনেকেই এখন বিদায় গ্রহণ করিবেন সেই জন্য আমি দোওয়া করাইয়া দিতেছি। আল্লাহতায়ালা সকল ভ্রাতা-ভগ্নির উপর ফজল বর্ষণ করুন এবং প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট হইতে নিরাপদে রাখুন। বন্ধুগণ এই দোওয়াও করুন, লণ্ডনে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক 'কসরে-সলীব' কনফারেন্সকে আল্লাহতায়ালা সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং ইসলামকে বিজয় দিন। হুজুরের অনুবর্তিতায় ইজতেমারী দোওয়ার দ্বারা এই বরকতময় মজলিস রাত সারে এগারটায় সমাপ্ত হয়

অতঃপর ৩০শে মে এম্‌স্টারডম (হল্যাণ্ড) হইতে বিমান যোগে হুজুর আকাদাস (আইঃ) আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে লণ্ডন রওয়ানা হন। লণ্ডনের হিথ্‌ বিমান বন্দরে অবতরণ ও লণ্ডন মসজিদে গমন সম্পর্কিত ঈমানবর্ধক বৃত্তান্ত আহমদীর পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ('আল-ফজল' হইতে সংকলিত ও অনূদিত):

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

খেলাফত দিবস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় খলিফা ফজলে ওমর মাহমুদ মহান মহিম
বেশুমার দান করেছেন, তাঁরে আল্লাহ রহমান রহিম।
মুসলেহ মাউদ মসিহ মাউদের মহানুভতার কায়া
মনুষ্য-জগতে মানব বশীর আল্লাহর রহমতের ছায়া।
হৃদয় রাজ্য ছিল কি বিশাল অকূল পারাবার—
মানসিক বৃত্তি ছিল তাঁহারই বিরাট গবেষণাগার।

তৃতীয় খলিফার নাম-মোবারকেই 'নাসরুম্মিনাল্লাহ'
'ফাত্‌হুন কেরীব' চল আহমদী 'হায়্যা আলাল ফালাহ'
কোরাণ কণ্ঠ, কোরাণ হৃদয় কোরআনের প্রতিধ্বনি
কোরাণ-কিরণের অপূর্ব আভায় দেহ-মনের আভরণি!
বহু ভবিষ্যত তাঁহার জীবনে প্রকাশ্য বর্ত্তমান
হে আল্লাহ, কর অসীম করুণা সুদীর্ঘ জীবন দান।

(অবশিষ্টাংশ ২২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল: হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহতা'লার একত্ব বা তৌহিদ সম্পর্কে :

এখন আমরা ইসলামের মৌলিক আকিদাগুলি কিভাবে বিকৃত এবং পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে আলোকপাত করবো। সর্ব প্রথম আমরা আল্লাহর একত্ব বা তৌহিদ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এ সম্বন্ধে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি ছিল এবং এখনকার মুসলমানগণের মধ্যে সেই শিক্ষা কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে তা এ আলোচনা দ্বারা সুষ্ঠরূপে বুঝা যাবে।

ধর্মের কেন্দ্রীয় মূল বিষয় হলো, ঈমান বিল্লাহ, বা আল্লাহর উপর বিশ্বাস। ইসলামের মূল শিক্ষা হলো ঈমান বিত্ তৌহিদ' বা আল্লাহর একত্বের উপর বিশ্বাস। এ কথা সুবিদিত যে, ইসলাম তৌহিদের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুওতের দাবীর প্রারম্ভ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু—আল্লাহ এক এবং তিনি ব্যতিত অন্য কেহ উপাস্য নেই" এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। তিনি সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন তথাপি এ শিক্ষাকে বিন্দুমাত্র পরিত্যাগ করেন নাই। এমনকি মৃত্যুক্ষণেও যে বিষয়ের উপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা ছিল শুধু এই বিষয় যে, এত কুরবানীর মাধ্যমে তিনি যে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা যেন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত না হয়ে যায়। তৌহিদী শিক্ষার সংরক্ষণের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠ তাঁর মৃত্যুর পূর্ববর্তী মূহুর্তেও তাঁর মৃত্যুকালীন বাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যখন অত্যন্ত পীড়িত ও ক্লান্ত অবস্থায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন, এ বিষয়টিই তাঁকে বিচলিত করেছিল। আর্তস্বরে তিনি বলেছিলেন :

لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد .

(লায়ানাল্লাহুল ইয়াহুদা ওয়ান্নাসারা ইত্তেখাজু কুবুরা আম্বিয়ায়েহিম মাসাজেদা)

অর্থঃ—ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের উপর আল্লাহতায়ালার অভিশাপ রয়েছে। কারণ, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সেজদা-স্থানে পরিণত করেছে। (বুখারী)।

কোন মানুষ, এমনকি স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেও—মানুষের উর্দ্ধে অর্থাৎ খোদার উপাস্য বলে মনে করা যাবে না। আল্লাহ্তায়ালার অশেষ ফজলে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র কবরস্তান সর্বপ্রকার অনৈসলামিক পদ্ধতি ও প্রয়োগ হতে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এইভাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুকালীন উৎকণ্ঠা আল্লাহতায়ালার দরবারে সমাদৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহতায়ালার মুসলিম আউলিয়া ও সাধুব্যক্তিগণের কবরস্থানগুলো পৌত্তলিকতার প্রভাব থেকে রক্ষা পায় নাই। তাই দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক 'ওলী' বা খোদাভক্ত সাধু-ব্যক্তির কবরস্থানে পৌত্তালিকতা জনিত ক্রিয়া-কাণ্ড অহরহ সম্পাদিত হচ্ছে। এই সকল অনৈসলামিক ক্রিয়াকাণ্ড খোদাভক্ত মুত্তাকী মুসলমানের খুবই পীড়াদায়ক এবং ইসলামের মহান তৌহিদী শিক্ষার জন্য মর্যদাহানীকর। এই সকল তৌহিদ পরিপন্থী কর্মকাণ্ড শুধু সাধারণ শ্রেণীর লোক-দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মৌলবী এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও এই ধরণের তৌহিদ পরিপন্থী ক্রিয়া-কাণ্ডে যোগদান করে থাকে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক এই সকল কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত আন্তরিকতার সংগে বিশ্বাস রাখে এবং আর কিছু লোক অন্যদের ভয় (সেইসব লোকের ভয়ে যারা কবর পূজা সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া-কাণ্ডকে ও প্রচলিত বিশ্বাসকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে) গতানুগতিকভাবে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে—অর্থাৎ সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করার মত তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহতায়ালার একত্ব বা তৌহিদের উপর বিশ্বাস কতখানি বিকৃত হয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ এই একটি বিষয়ই যথেষ্ট।

একথা ঠিক যে, কিছু কিছু মুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে যারা তৌহিদের প্রশ্নে এক বিন্দুও ব্যতিক্রম বা সমঝোতা করতে রাজী নয়। কিন্তু এই ধরণের সম্প্রদায়ের লোকেরাও তৌহিদের পরিপন্থী এবং শিরক বা অংশীবাদী ধ্যান-ধারণার অনুসরণ করে থাকে। শুধু তফাৎ এই যে, একদিকে সাধারণ মুসলমানগণ অনেক বুজুর্গানে দ্বীনকে খোদার স্থলে বসিয়েছে, অন্যদিকে মুসলিম আলেমগণ শুধু ঈসা (আঃ)-কে খোদার সমতুল্য মর্যদা দান করেছেন। কারণ, তারা এবং অন্যান্যরা সকলেই বিশ্বাস করে আসছেন যে, ঈসা বা যীশু আসমানে জীবিত আছেন। তাঁদের মতে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যান্য মরণশীল অস্তিত্বের ন্যায় ইন্তেকাল করেছেন এবং পৃথিবীতেই সমাহিত হয়েছেন, পক্ষান্তরে যীশু এখন পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০০ বছর ধরে জীবিত রয়েছেন। তাঁরা পবিত্র কোরআনের এই সুস্পষ্ট ঘোষণার প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখেন যে, এক আল্লাহ ব্যতীত তারা যে সকল বুজুর্গ এবং পবিত্র ব্যক্তিদেরকে উপাস্যের স্থলে প্রকান্তরে স্থান দিয়েছেন সেই সকল ব্যক্তি সকলেই

এখন মৃত এবং কেউই বলতে পারেনা যে, সেই সকল ব্যক্তি কখন পুনর্জীবিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

اموات غير احياء و ما يشعرون ايان يبعثون ০ (النحل ع ٢)

"আমওয়াতুন গায়রু আহ্ইয়ায়েন ওমা ইয়াশয়ুরুনা আইইয়ানা ইয়ুব্য়াছুন।" (আল-নহল রুকু-২ ।

অর্থঃ—"তাহারা মৃত ; তাহারা জীবিত নয়। তাহারা জানেনা কখন তাহাদিগকে পুনর্জীবন দান করা হইবে।" তাহারা এ কথাও পবিত্র কুরআনে পড়ে থাকেন যে, 'মৃত ব্যক্তি এই পৃথিবীতে পুনরায় জীবন লাভ করে ফিরে আসে না।' (সুরা আম্বিয়া, ৯ : ৬ : সুরা মুমেনুন, ১০০)।

কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তারা বিশ্বাস করেন যে, ঈসা (আঃ) দৈহিকভাবে মৃত প্রাণীকে জীবন দান করতে পারতেন এবং খৃষ্টানদের মত ঈসা (আঃ)-এর এই ভিত্তিহীন গুণটিকে অন্যতম মোযেজা বলে মনে করে থাকেন।

আমরা আহ্ল-হাদীস সম্প্রদায়ের কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে পারি যারা হদীসের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা তিরমিযির কেতাবুত তফসিরে (সুরা আল-ইমরানের তফসির প্রসঙ্গে) বর্ণিত বিষয়ের প্রতি এককদমই খেয়াল করেন না। সেখানে বলা হয়েছে ;

অর্থঃ—"জাবিরের পিতা আবদুল্লাহের শাহাদত অবস্থায় আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কোন মৃত্যুকালীন ইচ্ছা আছে কি না। আবদুল্লাহ বল্লেন, 'আমি পুনরায় বাঁচতে চাই এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিতে চাই, তারপর আবার বাঁচতে চাই এবং পুনরায় যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিতে চাই এবং এইরূপ পুনঃ পুনঃ করতে চাই।' কিন্তু আল্লাহ কালা বল্লেন যে, ইহা সম্ভব নয়।"

একথা সত্য যে, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন : "আমি মৃতকে জীবিত করিব।' (সুরা আলে ইমরান)। কিন্তু এই বাক্য দ্বারা আধ্যাত্মিক পুনর্জীবন দানের কথাই পবিত্র কুরআনের উচ্চাঙ্গের ভাষার দ্বারা বর্ণিত হয়েছে—কারণ আধ্যাত্মিক পুনর্জীবন দান করার কাজ যথাযোগ্য কারণে সকল নবী-রসুলের জন্যই প্রযোজ্য হয়েছে। যেমন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله و للرسول لما يحييكم

"ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্ তাজিবু লিল্লাহে ওয়ালির রসুলে এযা দায়াকুম লেমা ইয়ুহ্য়ী কুম।"

অর্থঃ—"হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ এবং তাহার রসুলের কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর যখন সেই রসুল তোমাদিগকে আহবান করেন এইজন্য যে তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন।"

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত জীবনদানের অর্থ সুস্পষ্টতঃই আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদেরকে আধ্যাত্মিক জীবন দান করা। সুতরাং এতদ্‌সত্ত্বেও হযরত ঈসা (আঃ) অথবা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)—কোন নবী-রসুলকেই খোদার মর্যাদা দান করা (অর্থাৎ দৈহিকভাবে মৃতদেরকে জীবন দান করা) শিরকেরই নামান্তর।

এই সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, কতকগুলো পাখী হযরত ঈসা (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

و الذين يدعون من دون الله لايخلقون شيأ و هم يخلقون (النحل : ٢١)

"ওয়াল্লাযীনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহে লা-ইয়াখলুকুনা শাইয়াঁও ওয়াহুম ইয়ুখলাকুন।"

অর্থ :—"আল্লাহ ব্যতীত তাহারা যাহাদিগকে ডাকে তাহারা কোন কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাহারা নিজেরাই সৃষ্ট।" (আল-নহল : ২১)। পুনঃ বলা হয়েছে, "তাহারা কি আল্লাহর সঙ্গে এমন কোন অংশীদারের কথা বলে যাহারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে উভয় সৃষ্ট তাহাদের নিকট সমতুল্য বলিয়া প্রতীত হয়? বলো, আল্লাহ এককভাবে সবকিছুর স্রষ্টা, এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয় মহামহিম" (সুরা হুদ : ১১)। অনুরূপভাবে বলা হয়েছে : "তোমরা নিশ্চয়ই আল্লাহকে আহ্বান কর। তাহারা এমনকি একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে অক্ষম, যদিও তাহারা তজ্জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে।" (সুরা হুদ : ৭৪)।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের এই সকল সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও আলেম সাহেবান ঈসা (আঃ) প্রসঙ্গ ভিন্নভাবে মত পোষণ করে আসছেন। বহু কালের সঞ্চিত বিভ্রান্তি নিহিত রয়েছে এর মূলে। তাঁরা বলতে চান যে, হযরত ঈসা যে "জীবন দান করতেন" তা নিশ্চয়ই 'দৈহিক জীবনই' ছিল। তাঁরা এ কথা বুঝতে পারেন না যে, একই শব্দের অনেক অর্থ হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গ (Context) দ্বারা শব্দটির অনেকগুলো অর্থের মধ্যে প্রকৃত অর্থটি নির্ণীত হয়ে থাকে। যে কোন ক্ষেত্রে এমন কোন অর্থ করা ভুল হবে যদি সেই অর্থ মানুষের জন্য প্রযোজ্য না হয় (কিন্তু তবুও তা করা হয়), অথবা খোদাতায়ালা'র জন্য প্রযোজ্য না হয় (কিন্তু তবুও তা করা হয়)। অর্থাৎ কোন বিষয়ের এমন কোন অর্থ নিতান্তই অসঙ্গতিপুর্ণ যদি তা আল্লাহতা'লার একত্ব বা তৌহিদের পরিপন্থী বা বিরোধী হয়।

যেহেতু সাম্প্রতিক কালের মুসলমানগণ উপরোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করে না সেই জন্য আমরা বলতে পারি না যে, তারা তৌহীদে সেইভাবে বিশ্বাস করে যেভাবে বিশ্বাস করা উচিত। একথা সত্য যে, তারা মুখে আল্লাহর একত্ব ঠিকই ঘোষণা করে—কিন্তু এই মৌখিক ঘোষণা নিতান্তই ফর্মালিটি এবং বাহ্যিকতার সমতুল্য। কারণ, তারা যুগপৎভাবে তৌহিদের পরিপন্থী বিষয় সমূহেও বিশ্বাস করে। মুখে একত্বের ঘোষণা এবং বাস্তবে পৌত্তলিক বিশ্বাস পোষণ করা সম্পুর্ণরূপে পরিহার করতে হবে, তা না হলে ইহা প্রকৃত ইসলাম থেকে বিপথে নিয়ে যাবেই।

হযরত মীর্যা সাহেব আল্লাহ এবং তাঁর একত্ব বা তৌহীদ সম্পর্কে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে জগতের সম্মুখে তা পেশ করেন। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। কোন মানুষকে মরণহীন মনে করা, কোন মানুষকে খোদার ন্যায় সৃষ্টি করার ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা (যে ক্ষমতা বিশেষভাবে শুধু খোদার জন্যই প্রযোজ্য), মৃত ব্যক্তিদের কবরে পূজা-অর্চনা করা, জীবিত কোন ব্যক্তির হস্তে ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করা—এই সব গুলি ইসলামী তৌহীদের পরিপন্থী বা বিরোধী। ঈসা বা যীশুখৃষ্ট একজন মানুষ ছিলেন এবং তিনি মরণশীল সকল ব্যক্তি ও অন্যান্য নবী-রসূলের ন্যায় এখন মৃতদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আধ্যাত্মিক মৃত ব্যক্তিদেরকে আধ্যাত্মিক জীবন দান করেছিলেন—কিন্তু দৈহিকভাবে মৃতদেরকে দৈহিক জীবন দান করেন নাই।

হযরত মীর্যা সাহেব অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুনিপুনভাবে সকল প্রকার পৌত্তলিক ধারণার অপনোদন করেন যেগুলো ইসলামী বিশ্বাসের সংঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে তিনি ঠিক সেই কাজই সুসম্পন্ন করেছেন যে কাজ ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত আগমনকারী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুত ছিল। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াত ুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক)

বঙ্গানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

———

খেলাফত দিবসের অবাশষ্টাংশ

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

পিতার সন্তান আহমদী আমরা খেলাফত মোদের ঢাল
এতিম ভাইগণ মোদেরে ঘিরিয়ে করিছে তাল-বেতাল!
ভালবাসা-প্রেম মন্দ বুঝে তারা মিষ্ট কথায় তিক্ত
তাদের দরবারে নবুয়তের কথা কী ভীষণ অতিরিক্ত!
শত্রুকে তারা মিত্র জানিয়ে দুনিয়ার লালসায়
আগেকার মুস্লিম খেলাফত হারিয়ে পড়েছিল দুর্দ্দশায়।

ইয়াজুজ-মা'জুজের আক্রমণ হতে কে বাঁচাবে আপনারে
হে মুসলিম, তোমার আশ্রয়-গৃহ নবীর খলিফার দ্বারে।
এ মহা-সঙ্কটে রক্ষা করিবে মাহদী—'জুলকার নাইন'
তাঁহারই অনুচর মোমেনের তরে দু'জাহানে জান্নাতাইন।
তাঁরই অনুচর আমরা আহমদী শোনাই সুসংবাদ
ইসলাম জিন্দা, নবুয়ত জিন্দা, খেলাফত জিন্দাবাদ।

—চৌধুরী আবদুল মতিন

কায়রো-বিতর্ক

মুসলিম বনাম খৃষ্টান :

(প্রথম পর্যায়)

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুঃ মরিয়ম ছিলেন পুরুষের ঔরসজাত। তিনি, আপনার নীতি অনুসারে, পাপী হতে বাধ্য। মসিহ তাঁর পুত্র হওয়াতে অনিবার্যরূপে উত্তরাধিকার সূত্রে মায়ের পাপে পাপী হয়েছিলেন। কেননা, সেই মায়ের গর্ভেই তিনি জন্মেছিলেন।

খৃঃ মসিহ নিষ্পাপ। আমরা বিশ্বাস করি মরিয়ম নিষ্পাপ নন।

মুঃ এই উত্তর, উত্তর না দেওয়ারই শামিল। আমাদের ধর্মমতে আদমের ঔরস-জাত হওয়ার কারণেই যদি আদমের সন্তানদের উপরে পাপ আরোপিত হয়, তাহলে যীশু তাঁর মায়ের পাপের কারণে পাপী হবেন না কেন? বিষয়টাকে আর এক দৃষ্টিকোন থেকে দেখা যাক। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ঘটনায় আদমের সঙ্গে হাওয়াও ছিলেন। অধিকন্তু, হাওয়ার পাপ আদমের চেয়ে বেশী ছিল। কারণ, তিনিই প্রথমে ফল খেয়েছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে তিনিই আদমকে প্ররোচিত করেছিলেন। যেমন লিখা আছে :

"নারী যখন দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক; আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞান দায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন; পরে আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলেন; আর তিনিও ভোজন করিলেন" (আদি-৩ : ৬)

পৌল বলেছেন :

আর আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া অপরাধে পতিতা হইলেন।" (১ তীম-২ : ১৪)

হাওয়ার পাপ আদমের পাপের দ্বিগুণ ছিল। আপনাদের অনুমানকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিলে বলতে হয় যে, দুই জনের সহবাসে যে শিশু জন্মলাভ করে, তার মধ্যে অর্ধেক পুরুষের পাপ এবং বাকী অর্ধেক নারীর পাপ সঞ্চারিত হয় এবং সে মধ্যম ধরনের পাপী হয়। কিন্তু যে শিশু কেবলমাত্র নারীর একার দ্বারাই জন্মলাভ করে, সে তার মায়ের দ্বিগুণ

পাপের সাকুল্য উত্তরাধিকারী হয়ে পূর্ণ পাপী হয়। সুতরাং মাত্র নারী হতে যে মানুষ জন্মলাভ করবে, তাকে তো নিষ্পাপ বলাই যাবে না, বরং সে সাধারণ মানুষ হতে অধিকতর পাপী হবে।

খৃষ্টান এই গুরুতর আপত্তি পাশ কাটাইয়া গেলেন এবং গীতসংহিত থেকে এই উদ্ধৃতি পেশ করেন :

"সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে মনুষ্য সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিতে চাহিলেন, বুদ্ধিপূর্বক কেহ চলে কিনা, ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না। সকলে বিপথে গিয়াছে, সকলেই বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে; সৎকর্ম করে, এমন কেহ নাই, একজনও নাই।" (গীত—১৪ : ২-৩)

মু : খোদার এই কথাগুলি একটি বিশেষ জাতি ও যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই ঐ শ্লোকগুলির পরবর্তী শ্লোকেই বলা হয়েছে :

"অধর্মকারী সকলের কি কিছুই জ্ঞান নাই? তাহারা খাদ্য গ্রাস করিবার ন্যায় আমার প্রজাগণকে গ্রাস করে, সদাপ্রভুকে ডাকে না। ঐ স্থানে তাহারা বড় ভয় পাইয়াছে; কেননা ঈশ্বর ধার্মিক বংশের মধ্যবর্তী সহিত)" (গীত—১৪ : ৪-৫)

"সৎকর্ম করে এমন কেহ নাই, একজন ও নাই", —এই উক্তি বিশেষ কতকগুলি জাতির জন্য প্রযোজ্য এবং বিশেষ বিশেষ লোককে সম্বোধন করে বলা। ভাষাগত ভাবে বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে এমন সব শব্দ ব্যবহার করার নিয়ম যেগুলির ভাবগত পরিধি সাধারণ বা সর্বজনীন।

খ্রী : দায়ূদ একজন ভাববাদী ছিলেন। তথাপি, তিনি ইউরিয়াসের স্ত্রীকে জোর করে নিয়েছিলেন। পরে তাকে জবরদস্তি নিজের সঙ্গে অবৈধ মিলনে বাধ্য করেন। এটা কি বৈবাহিক বন্ধনকে লঙ্ঘণ করা নয়?

মু : আমি মনে করি, আপনার অতবেশী দুঃসাহস দেখানো উচিত নয়। আপনি দায়ূদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অশালীনতাই আরোপ করতে পারতেন না, যদি দেখতেন যে সুসমাচার শুরু হয়েছে এই কথা দিয়ে :

"যীশু খৃষ্ট দায়ূদের পুত্র" "Jesus Christ, the son of Dauid."

যদি আপনি দায়ূদকে লাম্পট্যের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন (মায়াজাল্লাহ), তাহলে যীশুর পরিণাম কি?

খ্রী: যীশুর বংশাবলি পত্রে দেখা যায় যে, তাঁর কয়েকজন দাদী ও নানী জেনা বা ব্যাভিচারের অপরাধে অপরাধী এতে কিছু যায় আসে না, কেননা তিনি বিশ্বের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছেন। এই ভাবেই তিনি দায়ূদের সন্তান। সন্দেহ নেই, দায়ূদ জেনায় লিপ্ত ছিলেন। বাইবেল এ কথা বলে, আমি বলছি না।

মু: অনুনয় করে বলছি, একটু ভেবে দেখুন। দায়ূদ খোদার মনোনীত নবী। খোদার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছিল। আমি কোনো অসাধারণ মর্যাদা সম্পন্ন মুমিন নই। তবু, আমি এইরূপ অশালীন ক্রিয়াকলাপের শিকার হওয়া থেকে পবিত্র। তাহলে এটা কি করে হতে পারে যে, খোদার একজন নবী এই জাতীয় জঘন্য ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারতেন? বলুন আমাকে, দয়া করে বলুন, পারবেন আপনি এই জাতীয় জঘন্য কার্যে লিপ্ত হতে?

খৃ: সন্দেহ নেই, আমি তেমন কিছু করি নি। কিন্তু দায়ূদের ব্যাপারে তো বাইবেল সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমি কি করতে পারি, বলুন?

মু: খোদা আমাদের বুদ্ধি দিয়াছেন। আমরা আসল থেকে নকল বাছাই করতে পারি, সত্য থেকে মিথ্যা। বাইবেলও এমন উক্তি-ইংগিতে ভরপুর যা থেকে প্রকাশিত হয় যে, দায়ূদ নির্দোষ। আলোচ্য কাহিনী বাইবেলের মধ্যে একটি বানোয়াট ব্যাপার। কোনো রুচীবান মানুষই অত নীচে নামতে পারবেন না। একজন মহান নবীর কথা তো দূরস্থান। সুসমাচারেও এমন সব অভিযোগ রয়েছে যাতে যীশুর পাপ কার্য সমূহের কথা বলা আছে:

(১) যীশু বাপ্তাইজিত হন যোহনের দ্বারা। যোহন বাপ্তাইজ করতেন 'পাপ মোচনের জন্য।' (মার্ক ১:৪)

(২) লোকদেরকে সুরা পরিবেষণ করেন। (যোহন—২:৮,৯)। এবং সুরা সম্পর্কে লিখিত আছে: 'মদ ও নতুন দ্রাক্ষারস বুদ্ধি হরণ করে।' (হোশ—৪:১১)

(৩) সুসমাচার যীশুর মিথ্যাবাদীতার কথাও বলে। য়িহুদীদের কুটীরবাস পর্বের প্রাক্কালে যীশু তাঁর ভাইদের কথার জবাবে বলেছিলেন, "তোমরাই পর্বে যাও; আমি এখনও এই পর্বে যাইতেছি না" কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃগণ পর্বে গেলে পর তিনিও গেলেন প্রকাশ্যরূপে নয়, কিন্তু গোপনে।" (যোহন ৭—৮:১০)

(৪) সুসমাচার থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, যীশু তাঁর মাকে ঘৃণার সঙ্গে সম্বোধন করতেন, "হে নারী! আমার সঙ্গে তোমার বিষয় কি? আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।" (যোহন—২:৪)

এমন বহু কিছু আছে, যা যীশুর মর্যাদার হানিকর। এই জাতীয় অভিযোগগুলি থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ হলো ঐগুলি বিকৃতি বলে অস্বীকার করা এবং মুসলমানদের ন্যায় বিশ্বাস করা যে, দায়ূদ ও যীশু উভয়েই ছিলেন নিষ্পাপ নবী বা ভাববাদী।

খৃ: সাধু পৌল ছিলেন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিজেকে ধার্মিক হিসেবে গড়ে তুলে ছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রকাশ হলো যে, তিনি পাপী ছিলেন।

মুঃ পৌল অবশ্যই পাপী। তাঁর পাপের স্বীকারোক্তি যথার্থ ছিল। পৌলের ব্যাপারে আপনার সংগে আমি একমত। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে: আমি যথাযথ উদ্ধৃতি সহ যাদের নাম উল্লেখ করেছি তাদের কারো উপরে বাইবেল পাপ আরোপ করে কি না? ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনি তো গত দু'সপ্তাহ ধরে চিন্তা ভাবনা করছেন।

খৃঃ হ্যাঁ, একব্যক্তি আছেন যাঁর নাম শিষ (স্যামসন)। 'বিচার-কর্তৃগণ' অধ্যায়ে বলা আছে, তিনি ব্যাভিচারী ছিলেন: শিমশোন ঘসাতে (গাজা) গেলেন, সেখানে তিনি একটা বেশ্যাকে দেখলেন এবং তার নিকটে গেলেন ঘসাতীয়দেরকে 'গাজাইটস্' বলা হলো, "শিমশোন এই স্থানে আসিয়াছে এবং তাহারা স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া রাখিল।" (বিচার ১৬: ১-২)

মুঃ প্রথমতঃ আলোচ্য শ্লোক থেকে শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয় যে,—দুষ্মমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য শিমশোন একটি গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘটনাক্রমে, এই গৃহটি ছিল একজন বেশ্যার। অনুরূপ একটা গল্প 'যিহোশূয়ের' অধ্যায়ে আছে:

> আর নূনের পুত্র যিহোশূয় (Joshma) শিটিম হইতে দুইজন চরকে গোপনে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, তোমরা যাও; ঐ দেশ ও যিরীহো নগর নিরীক্ষণ কর। তখন তাহারা গিয়া রাহব নাম্নী এক বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে শয়ন করিল।" (যিহো—২: ১)

ঐ লোক দুইটির কোনো সম্পর্কই ছিল না ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে। তারা কেবল গোপন আশ্রয় হিসেবে কাজে লাগিয়েছিল ঐ বেশ্যার ঘরটিকে। শিমশোনও ঐ একই অবস্থায় পড়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ যদি আমরা ধরে নিই যে, শিমশোন ব্যভিচারী ছিলেন, তাহলে খোদার এই কথা—"বালকটি জন্ম হইতেই খোদার সমীপে নাফরীয় হইবে"—মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

তৃতীয়তঃ ইব্রীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে:

> "আর অধিক কি বলিব? গিদিয়োন, বারাক, শিমশোন, যিপ্তহ এবং দায়ূদ ও শমূয়েল ও ভাববাদিগণ, এই সকলের বৃত্তান্ত বলিতে গেলে সময়ের সঙ্কুলান হইবে। বিশ্বাস দ্বারা ইঁহারা নানা রাজ্য জয় করিলেন, ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করিলেন, নানা প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হইলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করিলেন।" (ইব্রী—১১: ৩২—৩৩)

এই শ্লোক থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শিমশোন বিশ্বাসী ছিলেন, ধার্মিক ছিলেন, এবং খোদার প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করেছিলেন। প্রিয় পাদ্রী সাহেব, আপনার হাওয়ালার মধ্যে কোনো সত্য নেই। আপনি যদি একটুখানি মনোবিশেষ সহকারে চিন্তা করেন, তাহলে দেখতে পারেন যে, শিমশোনের ঘটনা যীশুর ঘটনা থেকে কম বিব্রতকর: লুক শিখছেন:

"আর দেখ সেই নগরে এক পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক ছিল; সে যখন জানিতে পাইল, তিনি সেই ফরীশীর বাটিতে ভোজনে বসিয়াছেন, তখন একটি শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে সুগন্ধি তৈল লইয়া আসিল, এবং পশ্চাৎ দিকে তাহার চরণের নিকটে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে চক্ষের জলে তাহার চরণ ভিজাইতে লাগিল, এবং আপনার মাথার চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল, আর তাঁহার চরণ চুম্বণ করিতে করিতে সেই সুগন্ধি তৈল মাখাইতে লাগিল।" (লুক—৭ : ৩৭—৩৮)

এই প্রেক্ষিতে, শিমশোনের নিন্দা করা উচিত হবে না, তিনি কোনো ক্রমেই দোষী ছিলেন না। এখন অন্যান্য নিষ্পাপ ব্যক্তিগণের সম্পর্কে আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, আপনি কি তাদের বিরুদ্ধে পাপের কোনো অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন?

খৃঃ না। পবিত্র বাইবেলে তাদের পাপানুষ্ঠানের কোনো উল্লেখ নেই।

মুঃ অন্ততঃ জন দশেক প্রখ্যাত মানুষের কথা আপনার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আপনি তাদের কাউকে নৈতিকতার বিপক্ষে কোনো হানিকর কিছু দেখাতে পারেন কি? পক্ষান্তরে বাইবেল তাদের ধার্মিকতার কথা ঘোষণা করছে। আপনার দাবী—যীশু ছাড়া বাদবাকী সমস্ত মানুষই পাপী—ভিত্তিহীন। এর দ্বারা প্রায়শ্চিত্তবাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ নস্যাৎ হয়ে যায়।

এখানেই বিতর্কের প্রথম পর্যায় শেষ হয়। বিতর্কের শেষে ডঃ ফিলিপসকে লিখিতভাবে একটা ঘোষণা দিতে হয়, যার মধ্যে তিনি দায়ুদের বিরুদ্ধে পাপের অভিযোগ বহাল রাখেন, কিন্তু অতঃপর, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই স্বীকার করেন যে:

"যেমন বাপ্তাইজক, জাকারিয়া, তার স্ত্রী, দানিয়েল, যোশিয় হিস্কীয় এবং হাবেলের পাপের কথা বাইবেলে নাই।"

অনুবাদ: শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক আয়োজিত তালিমী পরীক্ষা

আসন্ন রমজান মাসের শেষ সপ্তাহে পহেলা সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার নিম্নোক্ত বিষয়ে তালিমী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত পরীক্ষায় মজলিসে আনসারুল্লাহ, লাজনা, এমাউল্লাহ, খোদ্দামুল আহমদীয়া, আতফালুল আহমদীয়া ও নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যদিগকে অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

পরীক্ষার নিয়মাবলী:

১) পরীক্ষার বিষয় বস্তু:

(ক) মজলিসে আনসারুল্লাহ, লাজনা এমাউল্লাহ এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার জন্য: হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত "ইসলামী নীতি দর্শন" পুস্তক অবলম্বনে।

(অবশিষ্টাংশ ৩২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

'কাসরে সলীব' সম্পর্কিত

লণ্ডন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স প্রসঙ্গে

বৃটিশ প্রেস—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খোদ বাইবেলের সাক্ষ্য

সানডে মার্কারী :—

লণ্ডন মসজিদের ঈমামের বক্তব্য :

লণ্ডন মসজিদের ইমাম জনাব বি. এ, রফিক কনফারেন্স নিউ টেষ্টামেণ্ট হইতে প্রমাণ্য দলিল-পত্রাদি সহ তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন। ইহুদীরা নিদর্শন দাবী করিলে হযরত ঈসা (আঃ) উত্তর দেন যে, হযরত ইউনুস (যোনা ; আঃ)-এর নিদর্শন ব্যতীত আর কোন নিদর্শন দেখানো হইবে না।

রফিক সাহেব প্রশ্ন করেন, সেই নিদর্শনটি কি ছিল? তাঁহার অনুগামীদের বিরোধীতার ফলে হযরত ইউনুস (আঃ) এমন এক অবস্থায় পতিত হন যাহাতে তাঁহাকে তিন দিবা-রাত একটি তিমি মাছের পেটে থাকিতে হয়। ঈসা (আঃ)-এর জবাবের অর্থ তাঁহার শত্রুদের পরিকল্পনার জন্য তাঁহাকে কিছু সময় মাটির অভ্যন্তরে থাকিতে হইবে ইউনুস (আঃ) যেভাবে জীবিত অবস্থায় তিমি মাছের পেটে প্রবেশ করেন, জীবিত অবস্থায় বাহির হইয়া আসেন এবং জীবিত অবস্থায় পুনরায় তাঁহার শিষ্যদিগের সহিত মিলিত হন, ঠিক সেইভাবে ঈসা (আঃ) জীবিত অবস্থায় কবরে প্রবেশ করিবেন, জীবিত অবস্থায় নির্গত হইবেন এবং জীবিত অবস্থায় পুনরায় তাঁহার শিষ্যদিগের সহিত মিলিত হইবেন। ইহাই ঈসা (আঃ) সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ বাণীর তাৎপর্য। তিনি জীবিত অবস্থায় কবর হইতে বাহির হইবেন এবং অতঃপর তিনি বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁহার যে সকল অনুগামী বসবাস করিতেছিলেন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহার অনুগামীগণ তাঁহার বাণী গ্রহণ করিবেন ও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

রফিক সাহেব প্রশ্ন করেন, যদি খৃষ্টানদের এই বিশ্বাস মানিয়া লওয়া হয় যে, ঈসা (আঃ) ক্রুশে, মৃত্যুবরণ করিয়া ছিলেন, তাহা হইলে এই নিদর্শন কি ভাবে ইউনুস (আঃ)-এর নিদর্শনের সমতুল্য হইবে?

অতঃপর রফিক সাহেব এ বিষয়ে পিলাতের স্ত্রী যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই দলিলের উপর আলোচনা করেন। ঐ স্বপ্নে পিলাতের স্ত্রী পিলাতকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি যেন এই ধার্মিক ব্যক্তির মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু না করেন। জনাব রফিক আবার প্রশ্ন করেন, যদি খ্রীষ্টানদের দাবী অনুযায়ী ঈসা (আঃ)-এর প্রধান উদ্দেশ্য মানবজাতির উদ্ধারের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করা, তাহা হইলে ইহা কিরূপে সম্ভব হয় যে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা পিলাতের স্ত্রীকে এমন এক স্বপ্ন দেখাইলেন যাহা তাহার নিজের পরিকল্পনার পরিপন্থী ?

ঈসা (আঃ)কে ক্রুশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পিলাত যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন জনাব রফিক তাহার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি আলোচনা করেন। ঈসা (আঃ)কে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার জন্য তিনি শুক্রবার নির্ধারণ করেন। পরের দিন 'সাবাত'। সুতরাং সূর্যাস্তের পূর্বেই তাঁহাকে ক্রুশ হইতে অবতারণ করাইতে হইবে। ফলে কয়েক ঘণ্টার বেশী তাঁহাকে ক্রুশে থাকিতে হইবে না।

নিশ্চিত করণ

রফিক সাহেব বলেন যে, ঈসা (আঃ) মাত্র কয়েক ঘণ্টা ক্রুশে অবস্থান করেন যাহা একজন স্বাস্থ্যবান ও যুবক ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু ঘটাইবার জন্য যথেষ্ট নয়। বর্শা দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার ফলে তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে স্বল্প রক্ত ও পানি নির্গত হইতে থাকে। ইহাতে বিষয়টি আরও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। সত্য সত্যই ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু এত তাড়াতাড়ি ঘটিয়াছে কিনা ইহাতে স্বয়ং পিলাতও বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাহাছাড়া প্রথানুযায়ী তাঁহার পা দুইটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে দুইজন চোরকে ক্রুশে বিদ্ধ করানো হইয়াছিল তাহাদের পাগুলি ভাংগিয়া দেওয়া হয়। যদিও পিলাতের নিশ্চিত বিশ্বাস হয় নাই যে ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তিনি ঈসা (আঃ)-এর দেহ তাঁহার শিষ্য এ্যারিমাথিয়ার জোযেফকে হাস্তান্তর করিবার জন্য নির্দেশ দেন।

ক্রুশে বিদ্ধ করানোর পূর্বে ঈসা (আঃ) যে প্রর্থনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুগামীদের প্রতি তাঁহার বক্তব্য যে, প্রার্থনার সময় তোমরা যাহাই চাও না কেন, বিষয়ের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। যদি আমরা মনে করি যে যখন ঈসা (আঃ) দুঃসহ যন্ত্রণায় চোখের অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে চরম বিনয়ের সহিত যে করুণ প্রর্থনা করিয়াছিলেন তাহা গৃহীত হয় নাই, তাহা হইলে অন্যান্যদের প্রর্থনা গৃহীত হওয়ার যে আশ্বাসবাণী তিনি দিয়াছিলেন তাহা অর্থহীন হইয়া যায়।

প্রদর্শিত

ইহার পর রফিক সাহেব ক্রুশে আরোহণের পরবর্তী ঘটনাবলী আলোচনা করেন। ঈসা (আঃ)-এর ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সকল প্রকার শারীরিক প্রয়োজন পুরাপুরিই ছিল তাঁহার শিষ্যগণের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিবার সময় তিনি খাদ্যদ্রব্য চান এবং তাদের সঙ্গেই আহার করেন। উপরন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন—তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে এই বিশ্বাস নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে তাঁহার শরীরের আহত স্থানও প্রদর্শিত করেন।

ক্রুশে বিদ্ধকরণের পর তাঁহার অনুগামীগণের সহিত তাঁহার গোপনে সাক্ষাৎ করার ঘটনা তাঁহার ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার যুক্তিকে আরও জোরদার করে। তিনি অন্য কোন লোকের সামনে আসিতেন না। এমন কি তিনি তাঁহার সচরাচর পরিহিত পোষাকে বাহির হইতেন না। তিনি এমনভাবে ছদ্ম বেশ ধারণ করিতেন যে, তাঁহার দুইজন শিষ্যও তাঁহাকে রাস্তায় দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। ইহুদীরা পাছে তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে এবং পুনরায় ক্রুশে বিদ্ধ করে এইজন্য তিনি এই সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঈসা (আঃ)-এর দেহ যদি পুনরুত্থিত দেহ (resurrected body) হইত, তবে কেহ তাহাকে বন্দী করিতে পারিত না। এবং ঐ ধরনের দেহকে ক্রুশে বিদ্ধ করাও যাইত না। সুতরাং সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রয়োজন হইত না।

জনাব রফিক ঘোষণা করেন যে, ঈসা (আঃ)-এর বাণী হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, মহা বহিঃস্করণের (Great Disperson) সময় যে সকল গোত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ঐ সকল হারানো মেষদের হেদায়েত দান করা তাঁহার (আঃ) উদ্দেশ্যে ছিল। ৩৩ (তেত্রিশ) বৎসর বয়সে ক্রুশে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন—যদি খৃষ্টানদের এই মতবাদ স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে তাঁহার হারানো মেষদের কাছে যাওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী কিরূপে পূর্ণ হইয়াছিল?

এই সকল বিবৃতি সমূহ একত্রীভূত ভাবে সহজেই সাব্যস্ত করে যে ঈসা (আঃ)-এর উদ্দেশ্য এক মাত্র ঈসরাইলের বংশধরগণের হেদায়েত করা এবং তাঁহার সংকল্প ছিল বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হারানো মেষদের অনুসন্ধান করা। (Sunday Murcury, Birninghum, England).

অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ

———

রমজান মোবারক সম্বন্ধে সার্কুলার

জনাব প্রেসিডেন্ট/মরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেব/জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

পবিত্র রমজান মাস সমাগত। এই মোবারক মাসে যাহাতে কোরআন শরীফের দরস বাকায়দা দেওয়া হয়, সেইজন্য প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী এবং মোয়াল্লেম সাহেবানকে ইন্তেজাম করার অনুরোধ করা যাইতেছে। যেখানে মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম আছেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের দরসের ব্যবস্থা করিয়া নেন এবং প্রেসিডেন্ট সাহেব তাহাদের সাহায্য করিবেন। যে জামাতে কোন মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম নাই, সেই জামাতের যে কোন একজন কোরআন জ্ঞানী লোক দ্বারা দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। তাহা ছাড়া জামাতে যদি কোরআন শরীফের তরজমা বা তফসীর করার কোন লোক না থাকে, তাহা হইলে বাংলা পড়া জানা কোন শিক্ষিত আহমদী ভ্রাতা 'আহমদী' পত্রিকায় প্রকাশিত সুরা ফালাক, সুরা নাছ এবং সুরা এখলাছ-ইত্যাদির তফসীর এবং সুরা ফাতেহার তফসীর পাঠ করিয়া শুনাইবেন, যাহাতে আহমদী পত্রিকা হইতে ধারাবাহিক উপরোক্ত সুরা সমূহের তফসীর পাঠ করিয়া শোনান যায়, সেইজন্য আগে হইতেই পত্রিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখার বন্দোবস্ত করিবেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেক আহমদী এক পারা করিয়া নামেরা কোরআন পাঠ করিবেন। এই ব্যাপারে কতটুকু বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা পত্র দ্বারা অত্র অফিসকে অবগত করাইবেন।

প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ ও স্বগৃহে অবস্থিত সকল বন্ধু বিনা ব্যতিক্রমে যাহাতে রোজা রাখেন, সেই সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান সযত্ন নেগরানী রাখিবেন। যাহারা শারিরীক কারণে রোজা রাখিতে অক্ষম, তাহারা মাসিক কমপক্ষে ১০০/০০ (একশত) টাকা হারে ফিদিয়া জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। এই ফাণ্ডের একাংশ রোজা চলাকালীন স্থানীয় গরীব আহমদী ভ্রাতাগণের মধ্যে সাহায্য হিসাবে দিবেন, বাকী টাকা কেন্দ্রে পাঠাইবেন।

চাউলের কনট্রোল দর অনুযায়ী এইবার মাথাপিছু ৫/০০ (পাঁচ টাকা) হারে ফিৎরানা ধার্য্য করা হইয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলের জন্য, এমন কি এক দিনের নবজাত শিশুর জন্যও ফিৎরাণা দেওয়া লাজেমী। রমজানের ২০ তারিখের মধ্যে সকল ফিৎরাণা আদায় করিয়া উহা স্থানীয় জামাতে অভাবী পরিবারের মধ্যে ঈদের অন্ততঃ ৩ দিন পূর্বে বিতরণ করিবেন। যে জামাতে স্থানীয়ভাবে ফিৎরানা পাইবার অভাবী আহমদী নাই, সেই জামাত সমস্ত উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইবে।

রমজান মাস ইবাদত বন্দেগীর এক বিরাট মওকা বহন করিয়া আনে। সকল ভ্রাতা নামাজ তাহাজ্জুদ, নফল ইবাদত, তেলাওয়াতে কোরআন, দরুদ শরীফ পাঠ, এস্তেগফার, দোওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সর্বদা চেষ্টায় রত থাকিবেন এবং জামাতের উন্নতির জন্য বেশী করিয়া দোওয়া করিবেন। যেখানে সম্ভব নামাজ তাহাজ্জুদ, তারাবীহ নামাজ বাজামাত ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং জামাতের সকল ছোট

বড় ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়া নামাজ পড়িবেন। যেখানে তাহাজ্জুদ নামাজ বাজামাত পড়া সম্ভব নয়, সেখানে অবশ্যই তারাবীহ নামাজ বাজামাত ব্যবস্থা করিতে হইবে স্মরণ রাখিবেন, বাজামাত তারাবীর নামাজ পড়িয়া ব্যক্তিগতভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যায়। আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য, সুদীর্ঘ কার্যাক্ষম সফল জীন্দেগীর জন্য এবং সারা বিশ্বে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও ইজতেমায়ী দোওয়া জারী রাখিবেন। হুযুর (আইঃ)-এর বর্তমান ইউরোপ ও আফ্রিকা সফরের কামীয়াবীর জন্য বন্ধুগণ বিশেষ দোওয়া করিবেন।

রমজান মাসের শেষ দিনে হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইতেকাফ করিতেন। ইহা বড়ই বরকতপূর্ণ এবং জরুরী। প্রত্যেক জামাতে যাহাতে বেশী বেশী বন্ধু সমবেত হন, তাহার জন্য এখন হইতে চেষ্টা করিবেন এতেকাফ মসজদে বসিতে হয়।

ঢাকা মসজিদের নির্মান কার্য্য যাহাতে শীঘ্রই সুসম্পন্ন হয় এবং হুযুর আনোয়ার (আইঃ)-এর শুভাগমন যথাসময় হয়, তাহার জন্য রমজান মোবারকে সকল নিয়মিত বিশেষ দোওয়া করিবেন। বাংলাদেশের জামাতের সর্বময় কল্যাণের জন্য দোওয়ার বিশেষ আবেদন করিতেছি আল্লাহ্‌তায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। সকলকে সালাম। ইতি

খাকছার—
মোহাম্মদ
আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা

তা'লিম' পরীক্ষার অবশিষ্টাংশ

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

খ) মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া ও নাসেরাতুল আহমদীয়ার জন্য : "ওয়াফতে ঈসা" পুস্তক অবলম্বনে।

(২) পরীক্ষার মোট নম্বর—১০০; সময়—২ ঘন্টা ; তারিখ—পহেলা সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার বাদ জুমার নামাজ।

(৩) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যথাসময়ে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের নিকট পাঠানো হইবে।

(৪) উপরোক্ত তারিখে যথাসময়ে পরীক্ষা লওয়ার পর পরীক্ষার খাতা সমূহ বাংলাদেশ আঞ্জুমান অফিশে পাঠাইতে হইবে।

(৫) এখন হইতে জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীকে স্ব স্ব বিষয়ে ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

তালিমী পরীক্ষার রিপোর্ট হযরত খলিফাতুল মসীহ (আইঃ)-এর খেদমতে পাঠানো হইবে।

পরীক্ষায় যাঁহারা কৃতকার্য হইবেন তাঁহাদের নাম "আহমদী" পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।

সেক্রেটারী, তা'লীম, বাংলাদেশ আঃ আঃ

জামাত সমাচার

০ লণ্ডন—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই :) আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। কতিপয় অনিবার্য পরিস্থিতি ও কারণ বশত : হুজুর (আই :) পশ্চিম আফ্রিকার সফর আপাততঃ রহিত করিয়াছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি দোওয়া জারী রাখুন যাহাতে আল্লাহতায়ালা হুজুর আকাদাসকে স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্ম-ক্ষমতা সহ দীর্ঘায়ু দান করেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে স্বীয় তায়ীদ ও সমর্থন বর্ষণে হুজুরের সাম্প্রতিক মহান তবলীগী সফরকে ইসলামের প্রতিশ্রুত গালাবা ও প্রাধান্যের স্বপক্ষে অতি কল্যাণকর ফলোদয়ের কারণ করেন। আমিন।

০ বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার মোহতারম আমির সাহেব ১৬ই জুলাই তারিখে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত মজলিস আনসারুল্লাহার বার্ষিক ইজতেমার উদ্বোধন করেন এবং সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং শাহবাজপুর জামাতদ্বয় পরিদর্শন করেন এবং আল্লাহতায়ালার ফজলে সেখানে বহুবিধ তরবিয়তী ও তবলিগী কর্মতৎপরতা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, চলতি মাসের প্রথম পক্ষকালে তিনি দিনাজপুর সফর করেন এবং ভাতগাঁয়ে পার্শ্ববর্তী জামাতগুলি সহ সম্মিলিত সভায় যোগদান করেন।

সম্প্রতি তিনি কিছু অসুস্থ আছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি তাঁহার পূর্ণ আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু এবং অধিকতর খেদমতে দীন করার তওফিক লাভের জন্য দোওয়া করিবেন।

০ ১৬ই জুলাই তারিখে সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ঢাকা দারুত তবলীগে বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা, তেজগাঁও ও নারায়ণগঞ্জ ব্যতীত বাংলাদেশের আরও কয়েকটি জামাত হইতে লাজনার সদস্যাগণ ও নাসেরাত প্রায় আড়াই শত সংখ্যায় যোগদান করেন। ইজতেমার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম নায়েব আমির সাহেব। ইজতেমায় তরবিয়তী বক্তৃতা ও দ্বীনী জ্ঞানমূলক প্রতিযোগিতা এবং কিছু খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী প্রতিযোগীগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

০ সম্প্রতি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও শাহবাজপুরে আল্লাহতায়ালার ফজলে ১৪ জন ভ্রাতা ও ভগ্নি বয়াত করিয়া সেলসেলা আহমদীয়ায় দাখিল হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের ঈমানী তরক্কী ও এস্তেকামাতের জন্য দোওয়া করিবেন।

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwor